বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৭৫-৭৬

বাংলাদেশ ব্যাংক ★ গ্রন্থাগার ★ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংক

বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৭৫—৭৬

বাংলাদেশ ব্যাংক
গ্রন্থাগার
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রেরণ পত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা :
৩১শে আগষ্ট, ১৯৭৬

সচিব,
অর্থ মন্ত্রনালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

জনাব,

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ৪০ নং ধারার (২) নং উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুত ব্যাংকের ১৯৭৬ সালের জুন মাসে সমাপ্ত অর্থ বৎসরের বার্ষিক রিপোর্ট ও নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে উপস্থাপন করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
এম, নুরুল ইসলাম
গভর্ণর

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্থনীতির গতিধারা	৩
প্রধান খাত সমূহের অগ্রগতি	১৭
কৃষিজাত উৎপাদন	১৭
শিল্পজাত উৎপাদন	১৮
খাদ্য পরিস্থিতি	১৯
মূল্য পরিস্থিতি	২০
জীবন যাত্রার ব্যয়	২০
আর্থিক ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিকাশ	২৫
অর্থ সরবরাহ	২৫
ব্যাংক ঋণ	২৭
ব্যাংক আমানত	২৮
লিকুইডিটি পরিস্থিতি	২৯
ব্যাংক হার	২৯
আইনানুগ অর্থ মওজুদ	২৯
লিকুইডিটি অনুপাত	২৯
সুদের হার	২৯
ঋণনীতি ও পদক্ষেপ সমূহ	৩০
ক্ষুদ্র ঋণ	৩২
পুনঃ অর্থ সংস্থান ব্যয়	৩২
ব্যাংকিং সুবিধাদি ও অর্থ সংস্থানে অগ্রগতি	৩৫
শাখা বিস্তার	৩৫
বিদেশে ব্যাংক কারবার	৩৫

বিষয়			*পৃষ্ঠা*
ব্যাংক পরিদর্শন	...	...	৩৫
পাটের জন্য অর্থ যোগান	...	...	৩৫
চিনিকল সমূহে অর্থ যোগান	...	...	৩৬
চা-এ অর্থ যোগান	...	...	৩৬
পাল্টা অর্থ সংস্থান সুবিধাদি	...	...	৩৬
কৃষিতে অর্থ সংস্থান	...	...	৩৯
প্রতিষ্ঠানিক অর্থ যোগান	...	...	৩৯
বানিজ্যিক ব্যাংক হইতে অর্থ সংস্থান	...	...	৪০
সরকারী রাজস্ব ও অর্থ সংস্থান	...	...	৪৩
১৯৭৫-৭৬ সালের সংশোধিত বাজেট	...	...	৪৩
১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেট	...	...	৪৪
রাজস্ব বিষয়ক কর্মপন্থা ১৯৭৬-৭৭,	...	...	৪৫
রেলওয়ে বাজেট, ১৯৭৬-৭৭	...	...	৪৮
সরকারী ঋণ	...	...	৪৯
সেভিংস সার্টিফিকেট	...	...	৪৯
প্রাইজ বণ্ড	...	...	৫০
বৈদেশিক বাণিজ্য এবং লেনদেনের ভারসাম্য	...	...	৫৩
বৈদেশিক সাহায্য	...	...	৫৭
বৈদেশিক ঋণ	...	...	৫৭
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	...	...	৬১
বাণিজ্য নীতি	...	...	৬৫
রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা	...	...	৬৫
আমদানী নীতি	...	...	৬৫

বিষয়			*পৃষ্ঠা*
রপ্তানি পণ্যের গতিধারা	...	...	৬৯
পাট	...	...	৬৯
পাট জাত দ্রব্য	...	...	৭০
চা	...	...	৭১
পশুচর্ম ও চামড়া	...	...	৭২
মুদ্রা বিনিময় নীতি	...	...	৭৫
বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি	...	...	৭৬
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন	...	...	৭৯
কারেন্সী নোট ও মুদ্রা ব্যবস্থা	...	...	৮৩
অচলকৃত নোটের বিনিময়মূল্য প্রদান	...	...	৮৩
নূতন ব্যাংক নোট	...	...	৮৩
মুদ্রা	...	...	৮৩
প্রশাসন	...	...	৮৭
নিয়োগ	...	...	৮৭
অফিসের স্থান	...	...	৮৭
বাসগৃহ	...	...	৮৭
যাতায়াত সুবিধা	...	...	৮৭
ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	...	...	৮৭
বার্ষিক হিসাব	...	...	৯১
ইস্যু বিভাগ	...	...	৯১
ব্যাংকিং বিভাগ	...	...	৯১
লাভক্ষতির হিসাব	...	...	৯২
নিরীক্ষক নিয়োগ	...	...	৯২

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতির গতিধারা

অর্থনীতির গতিধারা

আমরা যে বৎসর অতিক্রম করিয়া আসিলাম তাহা ছিল লাভজনক অর্থনৈতিক তৎপরতার জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গভীর ও ব্যাপক সরকারী প্রচেষ্টায় পূর্ণ। একদিকে বাধা বিপত্তি দূর ও পদ্ধতিসমূহ সুবিন্যস্ত করিবার মাধ্যমে এবং অপরদিকে বেসরকারী খাতকে উপযুক্ত সুযোগ এবং উৎসাহ দানের ও সরকারী খাতের ভবিষ্যৎ ভূমিকা এবং কার্য্যক্রমের বাস্তববাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা চলে। এই উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে বেসরকারী শিল্পে বিনিয়োগের সীমা তিন কোটি টাকা হইতে দশ কোটি টাকায় উন্নয়ন, জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান সমূহের মালিক এবং অংশীদারদের ক্ষতিপুরণ দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা, সহজ শর্তে হিসাব বহির্ভূত অর্থ ও অঘোষিত বৈদেশিক মুদ্রা ঘোষণার সুযোগ দান, পাট সহ আমদানী রপ্তানি বাণিজ্য ও ব্যাংক ঋণকে উদারপন্থীকরণ, একটি বিনিয়োগ কর্পোরেশন স্থাপন, স্টক এক্সচেঞ্জ পুনঃ সক্রিয়করণ এবং প্রায় ১৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সমূহকে বেসরকারী খাতে প্রত্যর্পণ। সরকারী অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উৎস হইতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আলোচ্য বৎসরে সফল প্রচেষ্টা চালান হয়। এই ব্যাপারে অধিকতর সুফল পাইবার উদ্দেশ্যে সামরিক আইন বিধিও প্রয়োগ করা হয়।

২। অর্থনীতির সন্তোষজনক কার্যক্রমের জন্য ১৯৭৫-৭৬ সাল উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪-৭৫ সালের মাত্র দুই শতাংশ বৃদ্ধির স্থলে ১৯৭৫-৭৬ সালে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণ ১১·৪ শতাংশ হয়। এই বৃদ্ধি অবশ্য সকল খাতে সমভাবে হয় নাই। কৃষি উৎপাদনে ১৬ শতাংশের লক্ষ্যনীয় বৃদ্ধির বিপরীতে অন্যান্য সকল খাতে মোট বৃদ্ধি ছিল অপেক্ষাকৃত শ্লথ।

৩। বৈদেশিক খাতেও যথেষ্ট তেজীভাব ছিল। যদিও ১৯৭৫-৭৬ এর পূর্বার্দ্ধে মুদ্রা মূল্যহ্রাস রপ্তানির উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে

নাই। তথাপি ইহা মূল্য সমন্বয়ের এমন এক কৌশলকে জন্ম দেয় যাহার ফলে পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির বিক্রয় ও জাহাজজাতকরণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৫১·৫ ও ১৬·১ শতাংশ বাড়িয়া যায়। ১৯৭৫-৭৬ সালে মোট আমদানী পূর্বাপেক্ষা কম হয়। ভাল ফলনের কারণে খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন হ্রাস পাওয়াই ইহার প্রধান কারণ। অবশ্য শিল্প ক্ষমতার অধিকতর ব্যবহারের ফলে শিল্পের কাঁচামাল ও উপকরণ আমদানী যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

৪। মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, রপ্তানির বিশেষ সম্প্রসারণ এবং কাঁচামাল আমদানী প্রবাহের যথেষ্ট উন্নতি, দেশের উন্নয়ন কার্যাবলীর পর্যাপ্ত প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হইয়াছে। এই বৎসরের ৮৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন ব্যয় পূর্ববর্তী বৎসরের প্রচেষ্টা হইতে প্রকৃত অর্থে ৪০ শতাংশ বেশী। প্রকল্প সাহায্যে অর্থ বণ্টন বিলম্বিত না হইলে উৎপাদন কার্য্যাবলী আরও অধিক হইত।

৫। মূল্য পরিস্থিতির স্থিতাবস্থার ভিত্তিতেই অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কার্য্যক্রমের প্রসার সমূহ হইয়াছিল। জীবন যাত্রার ব্যয়ের সূচী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে দ্রব্যাদির মূল্য প্রকৃত পক্ষে যথেষ্ট হ্রাস পায়। ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন যাত্রা ব্যয় সূচী (১৯৬৯-৭০ = ১০০) ১৯৭৫ এর জুনের ৪০৯·৬৬ হইতে ১৯৭৬ এর জুনে ৩৬৬·০৫এ নামিয়া আসে। স্বাধীনতা উত্তর সময়ের ধারাবাহিক মূল্য বৃদ্ধির পর মুদ্রাস্ফীতি সংযত হওয়ায় ভোক্তাদিগের জন্য পর্যাপ্ত স্বস্তির সৃষ্টি হয়। ইহার সহিত চোরাচালানী সংহত হওয়ায় আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা এবং তৎসংক্রান্ত প্রত্যাশা সীমিত হয়। ফলে সাধারন মূল্যস্তরে আসে স্থিতিশীলতা।

৬। অর্থনীতির এই চিত্তাকর্ষক কার্য সম্পাদন এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অবশ্য সর্ব ক্ষেত্রেই সমানভাবে ছিল না। অন্যান্য খাতের তুলনায় কৃষি খাতের বিপুল অগ্রগতি, রেশনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ এবং কর্মের বিনিময়ে খাদ্য অনুক্রমের ফলে বাড়তি চাহিদার তুলনায় বাজারে খাদ্য সরবরাহের আধিক্য হয়। ফলে সারাদেশে বিশেষ করিয়া বিচ্ছিন্ন এলাকা সমূহে খাদ্যশস্যের মূল্য এমন ক্ষতিকর স্তরে নামিয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় যাহাতে কৃষকদের জন্য চরম অনুৎসাহের কারণ দেখা দিতে পারে। এই সমস্যা এড়াইবার জন্য সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মসূচীকে পূর্ব পরিকল্পনা হইতে

অনেক বেশী বাড়াইয়া দেয়। রাজস্ব উদ্বৃত্তের একটি বিরাট অংশ এই বর্ধিত কর্মসূচীর অর্থ সংস্থানে ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে ৩০শে জুন, ১৯৭৬ এ সমাপ্ত বৎসরে উন্নয়ন বাজেটের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১০০-কোটি টাকার অধিক ঘাটতি অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন দেখা দেয়, যদিও ১৯৭৫-৭৬ সালের মূল বাজেটে ব্যাংক সমূহ হইতে নূতন সাহায্য গ্রহণ করা হইবেনা বলিয়া সরকার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন। রপ্তানি হইতে আমদানী অনেক বেশী হওয়ায় বৈদেশিক খাতে যে ঘাটতি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা না হইলে দেশের নগদ অর্থ সরবরাহ নিরাপদ সীমার অনেক বাহিরে চলিয়া যাইত।

৭। স্থিতিশীল করিবার সরকারী কার্যক্রম সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে খাদ্যমূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে নামিয়া আসে। ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কৃষি খাতে মোট আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কমিতে দেখা যায়। ইহাতে কৃষিখাত কর্তৃক শিল্পজাত সামগ্রীর চাহিদার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিল্পজাত পণ্যাদির চাহিদায় পতন ঘটিবার অন্য কারণ ছিল মূল্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বৈপরীত্য ঘটা। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি জনিত মুনাফা প্রত্যাশার বিলোপ পায় অপরদিকে কৃষি খাত কর্তৃক শিল্প সামগ্রীর চাহিদা কমিবার ফলে ঐ সব দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়, ফলে ব্যবসায়ীগণ তাহাদের মওজুদ কমাইয়া ফেলিতে থাকে এবং দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করিবার ব্যাপারে অধিকতর সতর্ক হয়। এই হ্রাসমান চাহিদা ও মূল্যের সহিত শিল্প কারখানাগুলি সামঞ্জস্য রাখিতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করিয়া ১৯৭৫ সালের মে মাসে মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়া যায় এবং শিল্প কারখানাগুলির কার্য ক্ষমতা বাড়াইয়াও ব্যয় সংকোচ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে উৎপাদিত পণ্য বিপুল পরিমাণে অনেক কারখানায় জমা হইয়া পড়ে। ওয়েজ আর্ণার স্কীমের আওতায় আমদানীকৃত পণ্যাদির সংগে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ায় অনেক শিল্প কারখানার সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে।

৮। উল্লিখিত পরিস্থিতিকে কোন কোন মহল মন্দাবস্থা বলিয়া আখ্যায়িত করিতে চাহিতে পারেন এবং ইহাও মনে করিতে পারেন যে, মুদ্রা ব্যবস্থাপনাই সম্ভবতঃ এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। মুদ্রা এবং ব্যাংকিং সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে অবশ্য প্রমানিত হয় যে, নগদ অর্থ ও ঋণের চাহিদার প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে অর্থ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকার কম ছিল

না। এই বৃদ্ধি ছিল ১১·৭ শতাংশ যাহা যথেষ্ট মূল্য হ্রাসের এবং ১১·৪ শতাংশ মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৯। ১৯৭৫-৭৬ বৎসরে ব্যাংক ঋণ পরিবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৯৫·০৭ কোটি টাকা যাহা, পূর্ববর্তী বৎসরের ৫৩·৪৮ কোটি টাকা বৃদ্ধির তিনগুনের অধিক। ইহার বিশেষ অংশ ব্যবহৃত হয় মুদ্রা মূল্য হ্রাসজনিত এবং পূর্ববর্তী দেনা পরিশোধের প্রয়োজন হইতে আমদানীতে অধিকতর অর্থ সংস্থানের জন্য। জাহাজ-চালান-পরবর্তী রপ্তানি অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়াও আলোচ্য বৎসরের ঋণ সম্প্রসারণের অপর অন্যতম বিশেষ কারণ। ইহা বাট্টাকৃত রপ্তানি বিলের পরিমাণ বৃদ্ধিতে প্রতীয়মান হয়। বাট্টাকৃত রপ্তানি বিলের পরিমাণ যাহা ১৯৭৫ এর জুনের শেষে ৭০ কোটি টাকায় ছিল তাহা ১৯৭৬ এর জুনের শেষে ১৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১০। আলোচ্য বৎসরে গৃহীত ঋণ নীতিতে সরকারী খাতকে কার্যকরী করার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই লক্ষ্যে পৌছাইবার উদ্দেশ্যে দেশের ঋণ এবং আর্থিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ শিথিল করা হয়। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বেসরকারী খাতকে বর্ধিত ভূমিকা প্রদানের প্রেক্ষিতে এই খাতে ব্যাংক সমূহের ঋণদান কার্য্যক্রম বাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালান হয়। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরে বেসরকারী খাতে প্রদত্ত ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৮৪·৫৯ কোটি টাকায়। ইহা ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রদত্ত ঋণের তুলনায় তিনগুণের চাইতে বেশী ছিল। বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও বস্তুতঃ মোট ঋণের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ সরকারী খাতেই যায়। তবে ইহা উৎকণ্ঠার বিষয় যে, সেক্টর কর্পোরেশন সমূহ পরিশোধ সূচী সঠিক ভাবে পালন করিতে পারে নাই। সরকারী খাতে মূলধন জমা হইয়া থাকার ফলে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নগদ অর্থ পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার জন্য ইহাই বিশেষ ভাবে দায়ী। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে ঋণ আমানত অনুপাত অধিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় শতকরা ৯৩/৯৪ ভাগে দাঁড়ায়। তদুপরি সরকারী সংস্থা সমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ প্রদানের ফলে বেসরকারী খাতের ক্রমবর্দ্ধমান ভূমিকা পালনের জন্য নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। এইরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার

প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই প্রেক্ষিতে সরকার কিছু সক্রিয় পদক্ষেপও গ্রহণ করিয়াছেন। তদুপরি, প্রকৃত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যাংক ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রধান সংস্থা সমূহের (যেমন পাট, কাপড়, চিনি) উৎপাদিত পণ্যের ও কাঁচামালের মওজুদের জন্য অর্থ সংস্থানের বিষয়ে পথ নির্দেশ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কিছু নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়।

১১। সেক্টর কর্পোরেশনগুলি, যাহারা ব্যাংক ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান অংশ পাইয়া থাকে, তাহাদের নির্ভরযোগ্য আর্থিক সংগতি থাকা প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক দুর্বলতার কারণ নির্দেশে সরকারী প্রচেষ্টার প্রতি ব্যাংক তাই ইহার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। এই সমস্যার মোকাবিলা করিবার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের সমস্যাগুলির উৎপত্তি হয় মূলতঃ (ক) স্বাধীনতা উত্তর পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ ছাড়াই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঋণভার, (খ) স্বাধীনতার পর হইতে অর্জিত পরিচালনাজনিত লোকসান এবং (গ) জাতীয়করণের পর অত্যল্প ইকুইটী সহায়তা হইতে। সময় অতিক্রমনের সাথে সাথে তাহাদের নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত অবস্থায় অর্জিত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঋণ সমস্যা কেবল স্তুপীকৃত ঋণ পরিস্থিতিকেই অধিকতর জটিল করিয়া তোলে। ইহার সহিত যুক্ত হয় নিম্নমানের দক্ষতা ও অচল কার্যক্ষমতা। তাহাদের ইকুইটী-ঋণ অনুপাত সংকটজনক ভাবে নীচে থাকিয়া যায় এবং বাজেট জনিত প্রতিবন্ধকতার দরুণ সরকার কর্তৃক তাহাদের পর্যাপ্ত মূলধন যোগাইতে না পারায় ইকুইটী ব্যবধান অসংগতভাবে বিপুল হয়। পুঞ্জীভূত অনাদায়ী ঋণের পরিস্থিতি এবং পরিচালনার উপর ইহার গুরুভার বিবেচনা করিয়া তাহাদের ঋণের একটি প্রধান অংশকে জাতীয়কৃত ব্যাংক সমূহ কর্তৃক ইকুইটীতে রূপান্তরিত করিবার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ লওয়া হয়। জাতীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ঋণ ইকুইটি অনুপাত উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের মূলধন বৃদ্ধির পথ ও উপায় উদ্ভাবনের জন্য সরকারের প্রতিও আবেদন জানানো হয়। এই ব্যবস্থাগুলি প্রনয়ণ করা হইয়াছিল কেবল মাত্র সমস্যাপীড়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাহাদের বর্তমান অসুবিধা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। সমস্যার চরম সমাধান অবশ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতার উন্নয়ন এবং তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী নৈপুণ্যের উপরই নির্ভর করে।

১২। অগ্রগণ্য খাত সমূহে ব্যাংক ঋণের বর্দ্ধিত প্রবাহের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সচেতন থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি খাতে অর্থ প্রদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির জন্য তফসিলী ব্যাংক সমূহকে নির্দেশ দেয়। সুষ্ঠুভাবে কৃষি ঋণ দানের জন্য তফসিলী ব্যাংক সমূহ তাহাদের কারিগরী এবং প্রশাসনিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করিয়াছেন। আশা করা যায় আগামী বৎসরগুলিতে তফসিলী ব্যাংক প্রদত্ত কৃষি ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে ব্যাংক প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ আড়াই গুন বেশী হয়। বর্তমানে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতি প্রভেদমূলক আচরণ করা হয়। তাহাদের উন্নত কারিগরী পদ্ধতি গ্রহণের পথে ইহা যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করে। কৃষি আধুনিকীকরণের সুফল সমূহ তাই ধনী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মোট কৃষি ঋণ হইতে ক্ষুদ্র কৃষকদের ন্যায্য পাওনা সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি এ্যাকশন প্লান বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

১৩। আলোচ্য বৎসরে আমাদের ঋণ নীতির অপর প্রধান দিক ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রয়োজনকে অবহেলিত হইতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ছয়টি জাতীয়কৃত ব্যাংকের প্রতিটির জন্য ১৯৭৫ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালীন ক্ষুদ্র ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা এক কোটি টাকা নির্ধারণ করেন। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৫এ তিনটি ব্যাংকের ঋণ প্রদানের পরিমাণ এক কোটি টাকার অধিক হইয়াছে। জানুয়ারী-জুন, ১৯৭৬ এর জন্য ও ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতাদের জন্য ছয়টি ব্যাংকের প্রতিটির ক্ষেত্রে দেয় আগাম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হইয়াছে এক কোটি টাকা। ১৯৭৬এর মে অবধি প্রকৃত কার্যক্রম পূর্ববর্তী অর্ধ বৎসরের অনুরূপ হইয়াছে। আগামী অর্থ বৎসরের (১৯৭৬-৭৭) জন্য তফসিলভুক্ত ব্যাংকসমূহের মোট তলবী ও মেয়াদী জমার ১½ শতাংশের সমপরিমাণ ক্ষুদ্র-ঋণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হইয়াছে।

১৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত যে সকল অপ্রার্থিত ফলাফল জন্ম লইয়া থাকে তাহাদের পরিহার করিবার জন্য কেবলমাত্র কতকগুলি বড় নগর অথবা শহর অথবা নির্দিষ্ট কতকগুলি এলাকা বা অঞ্চলে উন্নয়ন কেন্দ্রীভূত হইতে না দেওয়া

প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে পশ্চাদপদ এলাকা ও অঞ্চল এবং বিশেষ করিয়া গ্রামীন খাতের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ প্রয়োজন। উন্নয়নের এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইলে ব্যাংক ঋণের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। শহর অঞ্চলে এই পর্যন্ত ব্যাংক ঋণের বিশেষ অংশ কেন্দ্রীভূত থাকাও একটি উদ্বেগের কারণ। এমনকি শহর অঞ্চলেও ব্যাংক ঋণ সঠিক ভাবে বন্টিত নয়। মোট ব্যাংক আগামের একটি বিশেষ অংশ গিয়াছে শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান শহর গুলিতে। ব্যাংক ঋণ বন্টনের এই বৈষম্যমূলক সমস্যা সমাধান কল্পে একটি মৌলিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে সম্যক পরীক্ষা প্রয়োজন যে ব্যাংক ঋণ পশ্চাদপদ এলাকার উন্নয়নের অগ্রগামী হইবে না উন্নয়ন ব্যাংক ঋণের অগ্রগামী হইবে।

১৫। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঋণ বাজেট ও আমানত সংগ্রহ পরিকল্পনার মধ্যে সংহতি থাকা অতীব প্রয়োজন। ব্যাংক সমূহের আমানত বৃদ্ধি এবং ঋণ প্রসারণ সমকালবর্তী ও সমানুপাতিক হওয়া প্রয়োজন। কেবল মাত্র কর্ম-তৎপর সমকালীন তফসিলী ব্যাংক সমূহের সম্পদ ঘাটতি, অথবা তাহাদের আওতা বহির্ভূত কোন কারণে উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে পুনঃ অর্থ সংস্থানের সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য আমদানী ব্যয়ের অনিবার্য ফলস্বরূপ মারাত্বক নগদ অর্থ ঘাটতির ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হইয়া অতিরিক্ত ধার গ্রহণ করা ছাড়া ব্যাংক সমূহের গত্যন্তর ছিল না। তবুও ব্যাংক ইহা অনুধাবণ করে যে, যদি সুষ্ঠু ব্যাংকিং রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় এবং আস্থা সমস্যা এড়াইতে হয়, তাহা হইলে ব্যাংক সমূহের নগদ অর্থ পরিস্থিতি নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে আরও বিঘ্নিত হইতে দেওয়া যায় না। সুতরাং ব্যাংকসমূহকে তাহাদের আমানত বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করিতে এবং তাহার মাধ্যমে পুণঃ অর্থ সংস্থান ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা কমাইবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ব্যাংকসমূহের ধারের উপর একটি শাস্তি-মূলক সুদের হার আরোপের ব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাস হইতে প্রচলন করা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে, বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে গৃহীত ধারের উপরে ব্যাংকসমূহকে তাহাদের নগদ অর্থ অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাংক রেটের উর্দ্ধে ক্রমবর্ধমান হারে সুদ দিতে হয়।

আমানত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে সকল প্রকার আমানতের উপর সুদের হারও প্রচলিত হার হইতে শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়।

১৬। আমানত সংগ্রহ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যাংক বহির্ভূত এলাকাতে ব্যাংক সমূহের শাখা বিস্তার করা অবশ্য প্রয়োজন। ইহা সন্তুষ্টির সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৭৬ সালের জুন মাসের শেষে চলতি বৎসরের ১৫৯টি নতুন শাখাসহ দেশে মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৭৯। আলোচ্য আর্থিক বৎসরের শেষে দেশের প্রায় প্রতিটি থানাতেই এক বা একাধিক ব্যাংক শাখা খোলা হয়। এখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছান হইয়াছে যেখানে নূতন শাখা খোলার চাইতে বর্তমান শাখাগুলিকে সুসংহত করার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। নূতন শাখা বিস্তার ও তাহাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে আমানত বৃদ্ধি করার বিশেষ সম্ভাবনা থাকার সাথে সাথে নূতন আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাংক সমূহের প্রচেষ্টার সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করিবে তাহাদের ক্রেতা সেবার মানের উন্নতির উপর। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তির অভাব এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহের দ্রুত শাখা বিস্তারের ফলে স্বাধীনতা-উত্তর কালে ক্রেতা সেবার মানে উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে। এই অবস্থা সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতন হইয়া একটি সেবা শিল্পের উপযোগী ক্রেতা সেবার মান উন্নয়নের উপায়ের ব্যাপারে ব্যাংক বিশেষদৃষ্টি দান করে। সেবা-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিতে এবং তাহাদের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি ও জনগনের নিকট তাহাদের প্রতিমূর্তি তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন প্রথা প্রবর্তন এবং কাজের পদ্ধতি ও প্রচলিত রীতির উন্নয়ন সাধন করার ব্যাপারে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। একই সময়ে, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি গড়া এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ষ্টাফদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অন্য সকল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তদুপরি, আলোচ্য বৎসরে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহের অফিসার ও ষ্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রধান প্রধান বাধা দূর করা হয়।

১৭। আভ্যন্তরীণ অর্থ ব্যবস্থার প্রতি আমরা যে রকম লক্ষ্য রাখিতেছি বহি অর্থ ব্যবস্থার প্রতিও আমদের তদ্রূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা অর্থনীতির উপর যে চাপ সৃষ্টি করিতেছে আমরা তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। আলোচ্য বৎসরে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে সম্পাদিত ৬২·৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর এর "ষ্ট্যাণ্ড বাই" চুক্তির অধীনে স্থিতিশীলতার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ৪১ মিলিয়ন এস, ডি, আর নেওয়া হইয়াছে। ইহা ১৯৭৫ সালের "তৈল সুবিধার" অধীনে গৃহীত ৪০·৪৭ মিলিয়ন এস, ডি, আর এর অতিরিক্ত। ১৯৭৬ এর জুন শেষে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল হইতে গৃহীত অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ২২০·৬৩ মিলিয়ন এস, ডি, আর, (১৯৭২ সালের ক্ষতিপূরণ অর্থ যোগান সুবিধার অধীনে গৃহীত ৬২·৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর হইতে পরিশোধিত ৭·৮১ মিলিয়ন এস, ডি, আর সহ) এ দাঁড়ায়। "ষ্ট্যাণ্ড বাই" চুক্তির অধীনে বাকী ২১·৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর গৃহীত হইলে এই পরিমাণ এস, ডি, আর ২৪২·১৩ মিলিয়নে পৌঁছিবে। আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য অর্থ যোগান বিদেশী সাহায্য এবং ঋণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ১৯৭৫-৭৬ সালের মোট নির্ধারিত উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে ৬২৯ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৭৪ ভাগ পাওয়া যায় বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এবং অনুদান বাবত খরচ ছাড়াও আগামী বৎসরগুলিতে আমাদিগকে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা ক্রয় অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্য এবং অনুদানের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা যদি বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতে ব্যাপক হারে চলিতে থাকে তবে আমাদের রপ্তানির এক বৃহৎ অংশ দায় বাবদ খরচের জন্য ব্যয় হইয়া যাইতে পারে যদিও আমাদের দায় বাবদ খরচের অনুপাত অর্থাৎ রপ্তানির অংশ যাহা সুদ সহ মূল সাহায্য পরিশোধের জন্য দরকার বর্তমানে ১০ শতাংশের বেশী নয়। বৈদেশিক দায় বাবদ খরচের এই উর্দ্ধগতি রোধ করিবার জন্য আমাদের উন্নয়ন পদ্ধতিতে রপ্তানি উন্নয়ন এবং আমদানীর বিকল্প ব্যবস্থার দিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অথচ রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা আমাদের পূর্বতর কৃতিত্ব (কার্যক্রম) হইতে বেশী কিছু করিতে পারি নাই। আমদানীর বিকল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আমরা খাদ্য ছাড়া অন্য কিছুতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করিতে পারি নাই। আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা কিংবা কৃষি উন্নয়নের মৌলিক কাঠামো প্রবর্তনের চাইতে অনুকূল আবহাওয়াই খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রধান কারণ। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় খাদ্য আমদানী বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাদ দেওয়া

যায় না। যদি আমদানীর বিকল্প ব্যবস্থা এবং রপ্তানি উন্নয়ন ত্বরান্বিত না করা হয় তবে বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের উপর ক্রমাগত নির্ভরশীলতা সম্ভবতঃ এমন এক পর্যায়ে লইয়া যাইবে যখন বৈদেশিক দায় বাবদ আমাদের সমস্ত বৈদেশিক সাহায্য এবং অনুদান প্রাপ্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবে। উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত দেশীয় সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল পন্থা উদ্ভাবন করা আমাদের উচিত। সর্বোপরি বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে যে শর্ত এবং মেয়াদের ভিত্তিতে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় তাহা সহজ করা হয় এবং বৈদেশিক অনুদান পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

১৮। যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের সহিত পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর অনবরত বিনিময় হারের অবক্ষয় অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের প্রেক্ষিতে অবলীলাক্রমে টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে শুধু মাত্র আমাদের আমদানী মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই বরং আমাদের প্রধান রপ্তানি আয়ের দ্বারা ষ্টার্লিং এরিয়া বহির্ভূত দেশগুলি হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পায় কেননা এই সকল পণ্যদ্রব্যের দাম সাধারণতঃ পাউণ্ড ষ্টার্লিং এ ধরা হয়। উক্ত পরিস্থিতির যথাযথ পর্যালোচনার পর ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার নুতন বিনিময় হারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যাহা বিনিময় হারের সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে স্থিতিশীলতার উন্নয়ন সাধন করিবে। এই সুশৃঙ্খল বিনিময় ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থিতিশীল মূল পরিস্থিতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সরকারী লক্ষ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান আন্তর্জাতিক বাজার সমূহে পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর সহিত অন্যান্য মুদ্রার বিনিময় হারের গতিধারা এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া সময়ে সময়ে টাকার সহিত পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর বিনিময় হারের প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিবে। এই পরিবর্তনশীল বিনিময় ব্যবস্থা আমদানী এবং রপ্তানি কারক উভয়ের স্বার্থের অনুকূল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৯। পরিশেষে, উপরোল্লিখিত বিষয়াদি হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করিয়াছে। প্রধানতঃ খাদ্য উৎপাদনে লক্ষ্যনীয় বৃদ্ধি এবং শিল্প ক্ষমতার অধিকতর

ব্যবহারের ফলে সরবরাহ পরিস্থিতির প্রশংসনীয় উন্নতি ঘটিয়াছে। এতদসঙ্গে স্থিতিকরণ ব্যবস্থাদির সার্থক ব্যবহারে মুদ্রাস্ফীতি রহিত হইয়াছে। একই সংগে, দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতের ভূমিকা বৰ্দ্ধনসহ অনেকগুলি সবল এবং বাস্তববাদী কর্ম পন্থা সরকার গ্রহণ করেন। ফলে আমাদের অর্থনীতির বিকাশ ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, এবং বর্তমানে একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সুষ্ঠু প্রগতির লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য অর্থনীতি আরও অধিক প্রস্তুত। ইহাতে অবশ্য আত্মপ্রসাদের কোন সুযোগ নাই, বরং ইতিমধ্যে অর্জিত সাফল্যের সমন্বয় সাধন ও উন্নয়নের জন্য সমধিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন। বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যাংকগুলির আমানত বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আরও বাড়াইতে হইবে। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের ব্যবহার পরিহারের জন্য এবং বিভিন্ন খাতে ও আঞ্চলিক পর্য্যায়ে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ঋণের বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিৎ। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ও লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যাহাতে এই সকল ক্ষেত্রে অসমতা আনয়নকারী শক্তি সমূহের আবির্ভাবের বিরুদ্ধে সজাগ থাকা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রধান খাত সমূহের অগ্রগতি

বাংলাদেশ ব্যাংক
গ্রন্থাগার
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রধান খাত সমূহের অগ্রগতি

২০। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাথমিক হিসাব অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন শতকরা ১১'৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তুলনামূলকভাবে ১৯৭৪-৭৫ সালে এই হার ছিল মাত্র শতকরা ২ ভাগ। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ হারে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এই উচ্চতর উন্নয়ন হার সম্ভবপর হয়। আলোচ্য বৎসরে শিল্পোৎপাদনও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি ছিল শতকরা ৫ ভাগ। অন্যান্য খাতসমূহের মধ্যে নির্মান কার্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়, যাহা যথাক্রমে শতকরা ১৬ ও শতকরা ১৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়, বাসস্থান, গণপ্রশাসন, এবং পেশাদারী ও অন্যান্য চাকুরী ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৪, ৪, ১২ এবং ৪ ভাগ। আলোচ্য বৎসরে ব্যাংকিং ও বীমার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৬ ভাগ।

কৃষিজাত উৎপাদন

২১। ১৯৭৫-৭৬ সালে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ আসে কৃষি খাত হইতে। প্রধান শস্য ধানের উৎপাদন শতকরা ১৬'৮ ভাগ বাড়িয়া ১৩১ লাখ টনে দাঁড়ায়। অপর প্রধান ফসল গমের উৎপাদন শতকরা ৮৯'৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ২'১৮ লাখ টনে দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে আমন ধানের ফলন শতকরা ১৭'৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৭০'৪৫ লাখ টনে দাঁড়ায়। আউশ ধানের ফলন শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং ৩২'৩০ লাখ টনে পৌঁছায়। বোরো ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭'০০ লাখ টন। ফারাক্কা বাঁধের ক্ষতিকর প্রভাবের দরুণ বোরো ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার নীচে থাকিয়া যায়। কাঁচা পাটের উৎপাদন শতকরা ১৩'৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫'০০ লাখ বেলে উপনীত হয়। অপর দিকে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় চা ও ইক্ষুর উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা ৭'১ ভাগ ও শতকরা ১১'৩ ভাগ হারে হ্রাস পাইয়া আলোচ্য বৎসরে ৬৫'৯২ লাখ পাউণ্ড এবং ৫৮'৮৬ লাখ টন এ পৌছায়।

২২। ১৯৭৫-৭৬ সালে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৭ ভাগ শিল্প খাত হইতে আসে। আলোচ্য বৎসরে বেশ কিছু সংখ্যক শিল্পের, যেমন পাট

শিল্পজাত উৎপাদন জাত দ্রব্য, সিগারেট, দিয়াশলাই, সিমেন্ট এবং সারের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে তুলার সূতা, সূতি বস্ত্র, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, চিনি এবং ইস্পাত উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় কম হয়।

২৩। ১৯৭৪-৭৫ সালের ৪.৪৪ লাখ টনের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৪.৭৮ লাখ টনে দাঁড়ায়। বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং বিক্রয় দক্ষতাই এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সিগারেটের উৎপাদন গত বৎসরের ১০,৪৪১ মিলিয়ন স্টিক হইতে বাড়িয়া আলোচ্য বৎসরে ১২,১৭১ মিলিয়ন স্টিক এ দাঁড়ায়। দিয়াশলাই এর উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালের ৬,২২৭ হাজার গ্রোস বাক্স হইতে বাড়িয়া চলতি বৎসরে ৬,৮৪৪ হাজার গ্রোস বাক্সে দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে সিমেন্ট উৎপাদন ১.২৭ লাখ টন হইতে বাড়িয়া ১.৩৮ লাখ টনে দাঁড়ায়। সারের উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালের ০.৯৯ লাখ টন হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া ১৯৭৫-৭৬ সালে ২.৯৯ লাখ টনে দাঁড়ায়। ঘোড়াশাল সার কারখানা যাহা গত বছরের এক বিস্ফোরনের ফলে বন্ধ ছিল, পুনরায় উৎপাদন শুরু করার ফলেই এই দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে।

২৪। সূতার উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালের ৯১৩.০২ লাখ পাউণ্ড এর তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে হ্রাস পাইয়া ৮৮০.৮৭ লাখ পাউণ্ড এ আসিয়া দাঁড়ায়। আংশিকভাবে আমদানীকৃত কাঁচা তুলার অভাব ও আংশিকভাবে আভ্যন্তরীণ চাহিদার ও মওজুদের শিথিলতার ফলেই সূতার উৎপাদন হ্রাস পায়। আলোচ্য বৎসরে সূতী বস্ত্রের উৎপাদনও ৮৪৬.২৬ লাখ গজ হইতে ৭৪৪.৭৫ লাখ গজে নামিয়া আসে। কাগজ ও নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালের ২৯,৪৯০ টন ও ২৮,৭৮২ টন হইতে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৫-৭৬ সালে যথাক্রমে ১৯,৭৯৯ টন ও ১৯,৯৯২ টনে দাঁড়ায়। বিদেশে মন্থর বিক্রয়ই এই শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ। চিনি উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালের ৯৮,৪৬৬ টন হইতে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৮৬,৬৪৭ টনে হ্রাস পায়। আলোচ্য বৎসরে ইক্ষু উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলেই চিনি উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়।

২৫। খাদ্য শস্যের দাম বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে দেশে খাদ্য পরিস্থিতির তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আউশ ও আমন ধানের ভালো

খাদ্য পরিস্থিতি

ফলনের সঙ্গে পর্যাপ্ত গমের উৎপাদন এবং খাদ্যের মজুতদারী ও সীমান্তের ওপারে চোরাচালানের বিরুদ্ধে সরকারের গৃহীত দৃঢ় পদক্ষেপের ফলেই খাদ্য পরিস্থিতির এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রন এবং মুদ্রাস্ফীতি জনিত লাভের আশা হ্রাস পাওয়ার কারণেও এই শুভ উপশম পাওয়া গিয়াছে।

২৬। মোটা চাউলের গড় বাজার দর ১৯৭৫ সালের জুন মাসে মণপ্রতি ১৯৯ টাকা হইতে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে মণপ্রতি ৯৬ টাকায় দাঁড়ায়। পরবর্তী সময়ে মূল্য মণপ্রতি ১০০ টাকার কাছাকাছি উঠানামা করে এবং বছরের শেষে ১৯৭৬ সালের জুন মাসের দিকে এই মূল্য থাকে মণপ্রতি ১০২ টাকা। এইরূপে ১৯৭৫-৭৬ সালে মোটা চাউলের মূল্য শতকরা ৪৯ ভাগ হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে মাঝারি ধরনের চাউলের গড় বাজার দর শতকরা ৪৮ ভাগ হারে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৬ সালের জুন মাসের শেষে মণপ্রতি ১২০ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে এই বাজার দর ছিল ২৩১ টাকা।

২৭। ১৯৭৫-৭৬ সালে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২.৫ লাখ টন। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৭.৫ লাখ টন কম। এই বৎসরে প্রকৃত আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩.৯৫ লক্ষ টন চাউল ও ১০.৩০ লক্ষ টন গম, অর্থাৎ মোট খাদ্যশস্যের আমদানী ছিল ১৪.২৫ লক্ষ টন। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ শতকরা ২৯ ভাগ কম ছিল।

২৮। সরকারের চাউল ও ধানের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিকল্পনায় ১৯৭৪-৭৫ সালের ১.৩১ লাখ টন চাউল সংগ্রহের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে ২.০০ লাখ টন লক্ষ্য স্থির করা হয় যে স্থলে আসলে ৪.০৫ লাখ টন চাউল সংগৃহীত হয়। এই প্রথম বারের মত সরকার সংগ্রহ মূল্য, উৎপাদন এলাকার চলতি বাজার দর হইতে উচ্চে স্থির করেন। উৎপাদনকারীদের সাহায্য করা ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে এই মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। একই উদ্দেশ্যে দেশে প্রথমবারের মত সরকার ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে মণপ্রতি ৭২ টাকা মূল্যে ও তিন টাকা পরিবহন বোনাস প্রদানে গম সংগ্রহ শুরু করেন।

২৯। বিগত বৎসরসমূহে সৃষ্ট মূল্য চাপ ১৯৭৫-৭৬ সালে বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ১৯৭৫-৭৬ সালে খাদ্যশস্য, ডাল, শাকসব্জী, মসলা, ভোজ্যতৈল, চর্বি, চিনি

৩৩। চট্টগ্রামের শিল্প শ্রমিকদের "সাধারণ" জীবন ধারণ ব্যয় (১৯৬৯-৭০=১০০) ১৯৭৫ সালের জুন মাসের ৪৫৩.৬২ হইতে সারা বৎসরে শতকরা ২৩ ভাগ হ্রাস পাইয়া ১৯৭৬ সালের জুন মাসে ৩৪৭.৪২ এ পৌঁছায়। "খাদ্য", "পোষাক, কাপড় ও পাদুকা" এবং "বিবিধ" অনুসূচী এই হ্রাসে অংশ গ্রহণ করে। "বাসগৃহ ও গৃহস্থালী" অনুসূচীর বৃদ্ধি এই হ্রাসকে কিছুটা ব্যাহত করে।

৩৪। খুলনার শিল্প শ্রমিকদের "সাধারণ" জীবন ধারণ ব্যয় সূচক (১৯৬৯-৭০=১০০) যাহা ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ৪০৫.৫৮ তে ছিল, ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ১৯৭৬ সালের জুন মাসে ৩১৯.৩৩ তে দাঁড়ায়। সারা বৎসরে এই হ্রাসের পরিমাণ ছিল শতকরা ২১ ভাগ। "বাসস্থান ও গৃহস্থালী"* অনুসূচী সারা বৎসরে শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই অনুসূচী ব্যতীত অন্য সকল অনুসূচীই হ্রাস পায়।

---

* বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিষ্টিক্স এর প্রস্তুত সূচকের ভিত্তিতে।

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থিক ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিকাশ

আর্থিক ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিকাশ

৩৫। সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরে মুদ্রা এবং ঋণনীতির সীমিত সহজীকরণ করা হয়। ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ ৮৬·৬১ কোটি টাকা বা ১০·৬ শতাংশ বাড়িয়া ৯০১·১৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তুলনামূলকভাবে পূর্ববর্তী বৎসরে ইহা ২·২৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৮১৪·৫৩ কোটি টাকা হইয়াছিল। ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বৎসরের শেষার্ধে অর্থ সরবরাহে যে নিম্নগতি আরম্ভ হয় তাহা আলোচ্য বৎসরের প্রথমাংশে অব্যাহত থাকে। ১৯৭৫-৭৬ এর প্রথম দুই মাসে (অর্থাৎ জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭৫) অর্থ সরবরাহ ৩৫·৪১ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৭৭৯·২২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অতঃপর সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ এ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপের সীমিত সহজীকরণ এবং ব্যাংক অর্থ সংস্থানে মৌসুমী বৃদ্ধির ফলে অর্থ সরবরাহ ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে তাহা ১৬৭·০৭ কোটি টাকা বাড়িয়া ৯৪৬·১৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অবশ্য, ১৯৭৬ এর মার্চ-এপ্রিল মাসের মন্দাকালীন প্রভাবে অর্থ সরবরাহ ৫১·৪৪ কোটি টাকা সংকোচিত হইয়া ৮৯৪·৭৫ কোটি টাকায় নামিয়া আসে। মে এবং জুন, ১৯৭৬-এ অর্থ সরবরাহ পুনরায় ৬·৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরান্তে ৯০১·১৪ কোটি টাকা হয়। ফলে সম্পূর্ণ বৎসরে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায় মোট ৮৬·৬১ কোটি টাকা।

অর্থ সরবরাহ

৩৬। ১৯৭৫-৭৬ সালে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ ছিল সরকারী খাতে ৯৬·৯১ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ৫৯·৯৮ কোটি টাকার ঋণ প্রসার। সরকারী রাজস্ব কার্যক্রমে ৭২·৬৬ কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য ঘাটতি এই বৃদ্ধিকে অনেক খানি সহায়তা করে। বিবিধ কারণে বৃদ্ধি পায় ৩৭·১৯ কোটি টাকা। এই সম্প্রসারনী প্রভাবকে দেশের "আন্তর্জাতিক হিসাব" ১১৩·৬৫ কোটি টাকা ঘাটতি মেয়াদী আমানতে ৬৩·৭৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং সরকারী মুদ্রা দায়ে ২·৭৫ কোটি টাকা হ্রাস অনেকাংশে নিষ্ক্রীয় করে।

৩৭। ১৯৭৫-৭৬ সালের অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ সমূহের প্রভাব নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ—

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ সমূহ*

(কোটি টাকায়)

	২৭—৬—৭৫	২৫—৬—৭৬	পরিবর্তন
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	২৯৩·১২	৩৩৮·০৫	+৪৪·৯৩
২। চাহিদা আমানত	৫২১·৪১	৫৬৩·০৯	+৪১·৬৮
অর্থ সরবরাহে পরিবর্তন			+৮৬·৬১
কারণ সমূহ			
প্রসারণ (+)			
সংকোচন (−)			
ক) সমন্বিত আভ্যন্তরীণ ঋণ			
প্রসারন/সংকোচন			+৯৩·১৬
১) বেসরকারী খাত			+৫৯·৯৮
২) সরকারী খাত			+৯৬·৯১
ক) সরকারী খাতে ঋণ			+১০৪·৯৯
খ) সরকারী খাতে বিনিয়োগ			−৮·০৮
৩) তফসিলী ব্যাংক সমূহে সময় আমানত (প্রসারণ −)			−৬৩·৭৩
খ) সরকারী রাজস্ব কার্যক্রম			+৭২·৬৬
১) খাদ্য মন্ত্রনালয়			−২৯·৪১
২) অন্যান্য			+১০২·০৭
গ) সরকারী মুদ্রা দায়			−২·৭৫
ঘ) বৈদেশিক খাত			−১১৩·৬৫
ঙ) অবশিষ্ট বিষয়াদি (বিবিধ কারণ)			+৩৭·১৯
মোট কারন সমূহ			+৮৬·৬১

*পরিবর্তন যোগ্য

৩৮। অর্থ সরবরাহের উপাদান গুলির মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৪৪'৯৩ কোটি টাকা বা ১৫'৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩৮'০৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। চাহিদা আমানতও তৎসহ ৪১'৬৮ কোটি টাকা বা ৮'০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরান্তে ৫৬৩'০৯ কোটি টাকা হয়। ১৯৭৫-৭৬ সালে অর্থ সরবরাহ এবং ইহার উপাদান সমূহের ত্রৈমাসিক গতিধারা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

(কোটি টাকায়)

সময়	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	চাহিদা আমানত	অর্থ সরবরাহ	অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন
জুনের শেষ, ১৯৭৫	২৯৩'১২	৫২১'৪১	৮১৪'৫৩	—
সেপ্টেম্বরের শেষ, ১৯৭৫	২৯২'৩৬	৪৯৪'০১	৭৮৬'৩৭	—২৮'১৬
ডিসেম্বরের শেষ, ১৯৭৫	৩৭৮'১৭	৫৫৪'৩৫	৯৩২'৫২	—১৪৬'১৫
মার্চের শেষ, ১৯৭৬	৩৫২'৫৩	৫৭৭'২৮	৯২৯'৮১	— ২'৭১
জুনের শেষ, ১৯৭৬	৩৩৮'০৫*	৫৬৩'০৯*	৯০১'১৪*	—২৮'৬৭

৩৯। তফসিলভুক্ত ব্যাংক সমূহের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ নীট ১৯৫'০৭ কোটি টাকা বাড়িয়া ১৯৭৫-৭৬ সালে ১০৬৫'৪৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম, ৫৩'৪৮ কোটি টাকা ছিল। ব্যাংক ঋণের উপাদান সমূহের মধ্যে আগামের পরিমাণ ১১১'৯১ কোটি টাকা বাড়িয়া ৯২৩'৫৭ কোটি টাকায় পৌঁছে, ক্রীত এবং বাট্টাকৃত বিল ৫৩'১৬ কোটি টাকা বাড়িয়া সম্পূর্ণ বৎসরে ১৪১'৯১ কোটি টাকা হয়।

ব্যাংক ঋণ

৪০। বিশদ বিশ্লেষন হইতে প্রতিভাত হয় যে, ব্যাংক ঋণ বৎসরের প্রথম মাসে (অর্থাৎ জুলাই, ১৯৭৫) জুন, ১৯৭৫ এর ৮৭০'৪১ কোটি টাকা হইতে ৮৪৯'৬৫ কোটি টাকায় নামিয়া আসে। অতঃপর দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬ এর মার্চের শেষে ১১৫৭'৬৪@ কোটি টাকার শীর্ষে পৌঁছে, ১৯৭৫ এর সেপ্টেম্বরের ঋণ নিয়ন্ত্রণে সীমিত শিথিলীকরণ ও ব্যস্ত সময় কালীন প্রভাব এবং অন্যান্য প্রসারনী শক্তি সমূহের কারণে এই বৃদ্ধি ঘটে। যাহা হউক, ১৯৭৬ এর এপ্রিল এবং মে মাসে ৭১'৮৫ কোটি টাকা আদায় হওয়ার ফলে মে মাসের শেষে ব্যাংক ঋণ ১০৬২'৬৬ কোটি টাকায়

*সাময়িক।

@ ২রা এপ্রিল, ১৯৭৬ এর হিসাব অনুযায়ী।

নামিয়া আসে। জুনে সামান্য বাড়িয়া বৎসরান্তে ১০৬৫·৪৮ কোটি টাকা হইবার কারণে সমগ্র বৎসরে ঋণের নীট বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৫·০৭ কোটি টাকা। এই প্রসারণ সরকারী ও বেসরকারী খাতে যথাক্রমে ১১০·৪৮ কোটি টাকা এবং ৮৪·৫৯ কোটি টাকা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি। ব্যাংক ঋণের ত্রৈমাসিক পরিবর্তন নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

(কোটি টাকায়)

সময়	আগাম	ক্রীত এবং বাট্টাকৃত বিল	মোট ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণে আগামের শতকরা পরিমাণ	মোট ব্যাংক ঋণে ক্রীত এবং বাট্টাকৃত বিলের পরিমাণ
জুনের শেষ, ১৯৭৫	৭৮১·৬৬	৮৮·৭৫	৮৭০·৪১	৮৯·৮%	১০·২%
সেপ্টেম্বরের শেষ, ১৯৭৫	৮৪০·৪৬	৯৫·৯৪	৯৩৬·৪০	৮৯·৮%	১০·২%
ডিসেম্বরের শেষ, ১৯৭৫	৯১৪·৪৮	১৩২·৮৫	১০৪৭·৩৩	৮৭·৩%	১২·৭%
মার্চের শেষ, ১৯৭৬	৯৬৩ ৮৯	১৭০·৬২	১১৩৪·৫১	৮৫·০%	১৫·০%
জুনের শেষ, ১৯৭৬	৯২৩·৫৭	১৪১·৯১	১০৬৫·৪৮	৮৬·৭%	১৩·৩%

৪১। তপসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত (আন্তঃ ব্যাংক ছাড়া) ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরে ১০৫·৪১ কোটি টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১০৯৯·৯৯ কোটি টাকা হয় যে স্থলে পূর্ববর্তী বৎসরে ১০৯·১৯ কোটি টাকা বাড়িয়া ছিল। মোট আমানতের মধ্যে চাহিদা আমানত ৪১·৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৬৩·০৯ কোটি টাকা এবং সময় আমানত ৬৩·৭৩ কোটি বাড়িয়া ৫৩৬·৯০ কোটি টাকায় পৌঁছে। বৎসরের মার্চ, ১৯৭৬ পর্যন্ত সময়ে আলোচ্য বৎসরে চাহিদা আমানতে অধিকতর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এপ্রিল, ১৯৭৬ হইতে আমানতের উপর সুদের হারে এক শতাংশ বাড়াইবার ফলে চাহিদা হইতে সময় আমানতে সঞ্চয় পরিবর্তনের কাঙ্খিত সুফলের সূচনা ঘটে। ১৯৭৫-৭৬এ তফসিলী ব্যাংকের আমানতের ত্রৈমাসিক গতিধারা বর্ণিত হইল :—

ব্যাংক আমানত

(কোটি টাকায়)

সময়	চাহিদা আমানত	সময় আমানত	মোট ব্যাংক আমানত	মোট আমানতে চাহিদা আমানতের পরিমান	মোট আমানতে সময় আমানতের শতকরা পরিমাণ
জুন সমাপনী, ১৯৭৫	৫২১·৪১	৪৭৩·১৭	৯৯৪·৫৮	৫২·৪%	৪৭·৬%
সেপ্টেম্বর সমাপনী, ১৯৭৫	৪৯৪·০১	৪৪৫·০৭	৯৩৯·০৮	৫২·৬%	৪৭·৪%
ডিসেম্বর সমাপনী, ১৯৭৫	৫৫৪·৩৫	৪৭৫·০৪	১০২৯·৩৯	৫৩·৯%	৪৬·১%
মার্চ সমাপনী, ১৯৭৬	৫৭৭·২৮	৫০০·৪২	১০৭৭·৭০	৫৩·৬%	৪৬·৪%
জুন সমাপনী, ১৯৭৬	৫৬৩·০৯	৫৩৬·৯০	১০৯৯·৯৯	৫১·২%	৪৮·৮%

৪২। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরের অধিকাংশ সময়ে তফসিলভূক্ত ব্যাংক সমূহের 'লিকুইডিটি' পরিস্থিতি সাধারনতঃ সংকটাপন্ন ছিল। এই পরিস্থিতি ব্যাংক সমূহের আমানত সংগ্রহ হইতে অধিকতর হারে ঋণ সম্প্রসারণকেই প্রতিফলিত করে। ঋণ/আমানত অনুপাত জুন, ১৯৭৫ এর ০.৭৪ হইতে জুলাই, ১৯৭৫ এ হ্রাস পাইয়া ০.৭০ হয়। পরবর্তী সময় হইতে মধ্য-এপ্রিল, ১৯৭৬ পর্যন্ত তাহা ধারাবাহিকভাবে বর্ধিত হইয়া ০.৯৫ এ পৌঁছায়। অতঃপর ব্যাংক ঋণ আংশিকভাবে পরিশোধিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ এর জুন সমাপনীতে উক্ত অনুপাত ০.৮৪ এ নামিয়া আসে, যাহা আলোচ্য বৎসরে ০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হইতে তপসিলী ব্যাংকের ধারের পরিমাণ জুন, ১৯৭৫ এর ১১৫.৫৪ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া জুলাই, ১৯৭৫ এ ৮২.৮৯ কোটি টাকায় আসে। অতঃপর ইহা ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৯৭৫ এর অক্টোবরে ২৪০.৪১ কোটি টাকা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট তাহাদের ধার পর্য্যায়ক্রমে পরিশোধিত হইতে থাকায় জুন, ১৯৭৬ এ ৭৫.৬১ কোটি টাকা পর্যন্ত নামিয়া আসে। আলোচ্য বৎসরে নীট হ্রাসের পরিমাণ ৩৯.৯৩ কোটি টাকা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট তফসিলী ব্যাংক সমূহের জমা ৯.০৮ কোটি টাকা নীট হ্রাস পাইয়া ৬৮.২৬ কোটি টাকা হয়। অপর পক্ষে তাহাদের নিজ তহবিলে রক্ষিত নগদ অর্থ ২.৫৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরান্তে ২৫.০১ কোটি টাকায় উপনীত হয়।

লিকুইডিটি পরিস্থিতি

ব্যাংক হার

৪৩। ২১শে জুন, ১৯৭৪ হইতে যে ব্যাংক হারকে বাৎসরিক ৫% হইতে ৮% বাড়ানো হইয়াছিল ১৯৭৫-৭৬ সালে তাহা অপরিবর্তিত থাকে।

আইনানুগ অর্থ মওজুদ

৪৪। আলোচ্য বৎসরে তফসিলী ব্যাংক সমূহের মোট চাহিদা এবং সময় দায়ের বিপরীতে আইনানুগ ভাবে ৫ শতাংশ নগদ অর্থ জমা রাখার প্রচলিত বিধি বলবৎ থাকে।

লিকুইডিটি অনুপাত

৪৫। ১৯৭৫-৭৬ বৎসরে তফসিলী ব্যাংকের নির্ধারিত 'লিকুইডিটি' অনুপাত ও তাহাদের মোট চাহিদা ও সময় দায়ের ২৫ শতাংশ স্থির থাকে।

সুদের হার

৪৬। সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য সুদ-হার নীতি একটি প্রয়োজনীয় পন্থা বিধায় বাংলাদেশ ব্যাংক সমগ্র বৎসর ইহার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। গড় আগাম-হার এবং গড় আমানত-হারের বিস্তার বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে হ্রাস

করা সম্ভব বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় এবং অধিকতর সঞ্চয়কে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, সর্ব প্রকার ব্যাংক আমানতের উপর সুদের হার ৪ হইতে ৯¼ শতাংশের স্থলে ১ শতাংশ বাড়াইয়া ১৯৭৬ সালের পহেলা এপ্রিলে ৫ হইতে ১০¼ শতাংশ করা হয়। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সব ধরনের মেয়াদী আমানতে কৃষি ও শিল্প ব্যাংক ১ শতাংশ অধিক সুদ প্রদান করিতে পারিবে। উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আগামের সুবিধার্থে ১৯৭৫ এর ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে এফ, ডি, আরস এর বিপরীতে আগামের উপর সুদ হার ১ শতাংশ হ্রাস করা ব্যতিরেকে তফসিলী ব্যাংক সমূহের সব ধরনের আগামের উপর সুদের হার- পূর্ববর্তী বৎসরের মত অপরিবর্তিত রাখা হয়।

ঋণনীতি ও পদক্ষেপ সমূহ

৪৭। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত ঋণনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংক ব্যবস্থার সীমিত সম্পদকে উৎপাদনমূলক খাতের বাস্তব ঋণ প্রয়োজনকে মিটান এবং অনুৎপাদনমূলক ও ফটকা ব্যবসায় ঋণ প্রদান প্রতিহত করা। ক্ষুদ্র-গ্রহীতাদের জন্য ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ হয়। আলোচ্য বৎসরে গৃহীত বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১। দেশীয় আর্থিক ও ঋণ পরিস্থিতির উন্নতির প্রেক্ষিতে নিম্ন বর্ণিত ঋণ নিয়ন্ত্রণগুলি ১৯৭৫ এর ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে শিথিল করা হয় :—

(ক) আমদানীকৃত ভোগ্যপণ্য সহ ১১টি নির্ধারিত পণ্যের বিপরীতে আগামের উপর ৫০ শতাংশ মার্জিন প্রয়োজনকে প্রত্যাহার করিয়া প্রত্যেক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের দায়িত্ব ব্যাংক সমূহের উপর অর্পিত হয়। আগামের ষাট দিনের ভিতর অবসরণের সময় সীমা পূর্বের মত বলবৎ থাকে।

(খ) লবণের বিপরীতে আগামের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়।

(গ) প্রাথমিক বন্ধক হিসাবে স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে ব্যাংক সমূহকে উদারভাবে ঋণদানের অনুমতি দেওয়া হয়।

(ঘ) এফ, ডি, আরসের (স্থায়ী আমানত প্রাপ্তি) বিপরীতে আগামের উপর ৫০% মার্জিন আরোপণ কেবলমাত্র উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করা হয়।

(ঙ) স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটি, অংশ পত্র ইত্যাদির বিপরীতে আগামের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

(চ) উৎপাদন মূলক ব্যবহারের প্রতিটি পরিচ্ছন্ন আগামের সর্বাধিক সীমা ২৫,০০০ টাকা হইতে ৫০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়।

২। (ক) ঋণদানকারী ব্যাংকের পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত ঋণ অনুমোদনকারী অফিসারদের পরিবারের সদস্য অথবা তাহাদের আত্মীয়রা জড়িত, অথবা আত্মীয়রা মালিক, অংশীদার, পরিচালক অথবা জামিনদার হিসাবে উৎসাহী, এই প্রকারের কোন ব্যক্তি, কারখানা বা কোম্পানী ইত্যাদিকে দেয় ঋণ অথবা আগামের উপর অক্টোবরের পহেলা তারিখ থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।

(খ) একই প্রকারে, পহেলা অক্টোবর, ১৯৭৫ হইতে আরও একটি নিষেধাজ্ঞা কার্য্যকরী হয়। কোন ব্যাংকের পরিচালকদের পরিবার ভূক্ত সদস্যরা অথবা আত্মীয় স্বজনরা জড়িত, অথবা মালিক, অংশীদার, পরিচালক বা জামিনদার হিসাবে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনরা উৎসাহী, এই প্রকারের কোন ব্যক্তি, কারখানা অথবা কোম্পানী ইত্যাদিকে ধার ও আগাম দানের পূর্বে উল্লেখিত পরিচালক বাদে পরিচালক-মণ্ডলীর সংখ্যা গরিষ্ঠের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

৩। টিকটিকির চর্মের বিপরীতে আগামকে ৫ই নভেম্বর, ১৯৭৫ থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

৪। খাদ্যশস্য সংগ্রহের সরকারী কার্য্যক্রমকে সহযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে ধান ও চাউলের বিপরীতে আগামের নিষেধাজ্ঞাকে ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫ হইতে ৩১শে মার্চ, ১৯৭৬ পর্যন্ত সময়ের জন্য শিথিল করা হয় যাহাতে সরকারী খাদ্য শস্য সংগ্রহ এজেন্সীর নিকট এই শস্য সরবরাহ করিবার সরকারী অনুমোদিত শস্য ব্যবসায়ী (এজিডি) হিসাবে যে সকল 'স্বনির্ভর' এবং সমবায় কমিটি সমূহ দায়িত্ব পালন করিয়াছে তাহারা এই সুযোগ পাইতে পারে। অবশ্য এই প্রকারের আগামকে ৬০ দিনের সময়ের মধ্যে ফেরৎ দিতে হইবে।

৫। ব্যাংক সমূহ আমদানী বিলের বিপরীতে পরিশোধের কোন পূর্ব ব্যবস্থা ছাড়া প্রচুর 'ওভারড্রাফট' বাধ্যতামূলকভাবে দেয় যাহার ফলে ব্যাংক সমূহ নগদ মুদ্রা সংকট সমস্যায় পতিত হয়। এই প্রেক্ষিতে, পূর্বতন বাধ্যতামূলক 'ওভারড্রাফট' সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী বা বেসরকারী খাতের কোন আমদানী

কারককে লেটার অব ক্রেডিট পহেলা জানুয়ারী, ১৯৭৬ হইতে খুলিবার সুযোগ না দিবার জন্য ব্যাংক সমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

৬। আবাসিক গৃহাদি নির্মাণে সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে প্রচলিত গৃহ-নির্মাণ ঋণদান নিষেধাজ্ঞাকে শিথিল করা হয়। আবাসিক বাড়ী নির্মাণের জন্য প্রাথমিক বন্ধকী হিসাবে স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে প্রতি গ্রহীতাকে এখন সর্বাধিক এক লক্ষ টাকা ধার বা আগাম দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য ঐ বাড়ী নির্মাণের জন্য গৃহ নির্মাণ অর্থ সংস্থান কর্পোরেশন হইতে ঋণ অনুমোদিত হইয়াছে এমন ঋণ গ্রহীতার জন্যই কেবল এই ঋণ সুযোগ প্রযোজ্য হইবে।

ক্ষুদ্র ঋণ

৭। ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে জাতীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের কর্ম ক্ষমতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫-৭৬ এর প্রতি অর্থ বৎসরের জন্য প্রতিটি ব্যাংকের ঋণদান লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি টাকা নির্ধারিত হইয়াছে, যাহাতে ব্যাংক সমূহ প্রতিটি ক্ষুদ্র ঋণ গ্রাহক, যেমন দোকানদার, খুচরা ব্যবসায়ী ইত্যাদিকে সর্বাধিক ১৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করিতে পারে। সর্বশেষ তথ্যাদি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ছয়টি জাতীয়কৃত ব্যাংক মোট ১২·০০ কোটি টাকা ঋণদান লক্ষ্যমাত্রায় বৎসরান্তে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছে।

পুনঃ অর্থ সংস্থান ব্যয়

৮। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থ সংস্থান সুযোগের তফসিলী ব্যাংক সমূহের নির্ভরশীলতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৫ হইতে একটি নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। এই পদ্ধতিতে তফসিলভুক্ত ব্যাংক (কৃষি ও শিল্প ব্যাংক ব্যতিরেকে) কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে নির্দ্ধারিত সীমার উর্দ্ধে গৃহীত ঋণের উপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে সুদ দিতে হইবে (ব্যাংক হারের ১% হইতে ৪% অধিক)। এই হারের মাত্রা নির্ভর করিবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নীট নগদ মুদ্রা জমার উপর। যে সকল হারেই ব্যাংকের নীট নগদ মুদ্রার পরিমাণ ২০% বা ততোধিক তাহারা ব্যাংক ধার গ্রহণ করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাংকিং সুবিধাদি ও অর্থ সংস্থানে অগ্রগতি

চিনিকল সমূহে অর্থ যোগান

৫২। ১৯৭৫-৭৬ সালে চিনি উৎপাদনে অর্থ যোগানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চিনিকল সংস্থার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ হইতে প্রায় ২৫·৩০ কোটি টাকার ঋণের বন্দোবস্ত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক জনতা ব্যাংককে ইক্ষু উৎপাদনকারীদের ঋণ দেওয়ার জন্য ১·৫০ কোটি টাকা এবং চিনি কল সমূহকে ঋণ প্রদান করিতে নিজস্ব সম্পদের সম্পূরক হিসাবে সোনালী ব্যাংককে ৬·০০ কোটি টাকা পুণঃ অর্থ যোগানের মাধ্যমে প্রদান করে।

চা-এ অর্থ যোগান

৫৩। চা উৎপাদন ও চা রপ্তানির জন্য অলোচ্য বৎসরে বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১১·০০ কোটি টাকা অর্থ যোগান দেয়।

পাল্টা অর্থ সংস্থান সুবিধাদি

৫৪। সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বন্টনে অর্থ যোগানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহকে ৪০·০০ কোটি টাকার তহবিল সরবরাহ করে। সরকারের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে এই পরিমাণ ৬০·০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়।

৫৫। রাসায়নিক সার সংগ্রহ ও বন্টনের জন্য বি, এ, ডি, সি, কে অর্থ যোগানের উদ্দেশ্যে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে ১৯৭৫-৭৬ সালে ১১·৯২ কোটি টাকার পাল্টা অর্থ সংস্থান সুবিধা দান করে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষিতে অর্থ সংস্থান

৫৮। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ সংস্থা সমূহকে ১৯৭৪-৭৫ এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ঋণ অনুমোদন ও প্রদানের তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেখান হইল :—

কৃষি ঋণ সংস্থা সমূহকে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ধার

(কোটি টাকায়)

সংস্থা/বৎসর	১৯৭৪-৭৫		১৯৭৫-৭৬	
	অনুমোদন	প্রকৃত প্রদান	অনুমোদন	প্রকৃত প্রদান
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১২'৮৯	১২'০৮	১৭'০০	১৬'৪৫
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক	১২'০০	৮'৬৭	১৬'০০	৯'৪৪
মোট :	২৪'৮৯	২০'৭৫	৩৩'০০	২৫'৮৯

৫৯। ১৯৭৫-৭৬ সালের শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকটে এই সমস্ত ঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়া দেনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪'২৭ কোটি টাকা। ইহা ১৯৭৪-৭৫ সালের ৪১'০৯ কোটি টাকার তুলনায় ৬'৮২ কোটি টাকা নিম্নে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে অর্থ সংস্থান

৬০। রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১৯৭৫-৭৬ সালে কৃষি খাতে ২০'৬১ কোটি টাকা প্রদান করে। এইভাবে ইহা ১২'০৬ কোটি টাকার লক্ষ্য মাত্রা হইতে ৮'৫৫ কোটি টাকা উর্ধ্বে থাকে। এই পরিমাণের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে ব্যাংকসমূহের মোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮'৮১ কোটি টাকা।

৬১। বিশেষ করিয়া ছোট ও প্রান্তিক কৃষক, ভাগ-চাষী, ভূমিহীন শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাদার লোকদের জন্য একটি কার্যক্ষম ঋণ পরিকল্পনা তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক রাজশাহী জেলার ৩টি নির্দ্দিষ্ট ইউনিয়নে ইহার দ্বিতীয় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করিবার জন্য সরেজমিনে গবেষণা পরিচালনা করে। আশা করা যাইতেছে ১৯৭৬-৭৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক টাংগাইল জেলার আজগানা ও তরফপুর ইউনিয়নে প্রথম এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ সংস্থান করা শুরু করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারী রাজস্ব ও অর্থ সংস্থান

সরকারী রাজস্ব ও অর্থ সংস্থান

৬২। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরের মূল বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৭৫৫·৩৮ কোটি টাকা এবং (অনুন্নয়নমূলক) রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৫৯৯·১৯ কোটি টাকা। ফলে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১৫৬·১৯ কোটি টাকা। রাজস্ব আয় এবং ব্যয়ের বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় উক্ত বৎসরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয় এবং রাজস্ব আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় যথাক্রমে ৮৮২·৬৪ কোটি টাকা এবং ৬৮৩·৭০ কোটি টাকা। ফলে সংশোধিত বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৮·৯৪ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়।

১৯৭৫-৭৬ সালের সংশোধিত বাজেট

৬৩। আলোচ্য বৎসরের সংশোধিত বাজেটের লক্ষ্যনীয় বিষয় হইল, উক্ত বাজেটে প্রতিটি প্রধান খাতে রাজস্ব প্রাপ্তি মূল বরাদ্দের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। যে সকল খাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইগুলি হইতেছে—আমদানী, রপ্তানি শুল্ক (+২০·২৫ কোটি টাকা), আবগারী শুল্ক (+২৩·০০ কোটি টাকা), বিক্রয় কর (+৫·৫০ কোটি টাকা), আয়কর, কর্পোরেশন এবং কৃষি আয়কর (+১৫·০৭ কোটি টাকা), ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন (+১৩·৯৮ কোটি টাকা) এবং রেলপথ (+৬·৮৯ কোটি টাকা)। আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি, বাণিজ্য মৌসুমে আমদানী ব্যয় নির্বাহের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ, টাকার মূল্যমান হ্রাস (১৭ই মে, ১৯৭৫) শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রথম তিন খাতে রাজস্ব প্রাপ্তি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, আলোচ্য বৎসরে সরকার পরিচালিত কার্য্যকরী সংগ্রহ ব্যবস্থাবলীই অন্যান্য খাতে রাজস্ব বৃদ্ধির একমাত্র কারণ।

৬৪। প্রধানতঃ প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধির জন্যই ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ মূল ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। জনসাধারনের আস্থা পুনঃ স্থাপন করিয়া অর্থনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আইন শৃঙ্খলা এবং জাতীয় নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বরাদ্দ কিছুটা

বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সংশোধিত বাজেটে 'প্রতিরক্ষা' এবং 'অন্যান্য ব্যয়' খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৬৯·৭২ কোটি টাকা এবং ৭৫·১৭ কোটি টাকা।

৬৫। যদিও আলোচ্য বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ৯৫০·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল এবং মোট বরাদ্দ পরবর্তী পর্যায়ে ৯৬৫·০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়, তথাপি সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় প্রকৃত ব্যয় ৮৫০·০০ কোটি টাকার বেশী হইবে না। পদ্ধতিগত দোষ ত্রুটির ফলে প্রকল্প অনুমোদন এবং প্রকল্প সাহায্য বণ্টনে বিলম্ব হওয়াই এই ঘাটতির জন্য দায়ী। যাহা হউক, ৮৫০·০০ কোটি টাকার এই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকৃত অর্থে পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৭৪-৭৫) উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশী। ১৯৭৫-৭৬ সালের মূল বাজেটে নির্ধারিত ৭০০·০০ কোটি টাকার তুলনায় সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদানের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৬২৯·০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেট

৬৬। বিদ্যমান করের ভিত্তিতে ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ধরা হয় ৯৬৬·৩৮ কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন মূলক খাতে ব্যয় ধরা হয় ৭৬৭·৮৭ কোটি টাকা। ইহার ফলে উদ্বৃত্তের পরিমান দাঁড়াইবে ১৯৮·৫১ কোটি টাকা। মোট রাজস্ব আয়ের মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদ পাওয়া যাইবে ৩১৩·০০ কোটি টাকা, আবগারী শুল্ক বাবদ ২০০·০০ কোটি টাকা, আয়কর কর্পোরেশন এবং কৃষি আয়কর বাবদ ৮৭·৬৫ কোটি টাকা এবং বিক্রয় কর বাবদ পাওয়া যাইবে ১১৩·৫০ কোটি টাকা। অপরপক্ষে, মোট রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয় ১৫৫·১৫ কোটি টাকা এবং শিক্ষা খাতে ১০২·০১ কোটি টাকা। অন্যান্য প্রধান ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে রহিয়াছে, সাধারণ প্রশাসন (৪৩·৩৬ কোটি টাকা), পুলিশ (৪৪.২৯ কোটি টাকা), রেলপথ (৫৮·১০ কোটি টাকা), স্বাস্থ্য (২৭·২৯ কোটি টাকা) এবং অন্যান্য অনুন্নয়ন মূলক ব্যয় (১৯৪·৪৬ কোটি টাকা)। ইহা ছাড়া অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের জন্য বরাদ্ধ রাখা হইয়াছে ৪০·০০ কোটি টাকা।

৬৭। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্যয় নির্ধারিত হয়, স্থূল ভিত্তিতে ১২২২·০০ কোটি টাকা এবং নীট ভিত্তিতে ১১০০·০০ কোটি টাকা। গুরুত্ব অনুসারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই পরিকল্পনায় শিল্প, কৃষি ও গ্রামীন উন্নয়ন এই দুই খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিল্প খাতে সর্বাধিক ২৪৬.০০ কোটি টাকা এবং কৃষি ও গ্রামীন প্রতিষ্ঠান খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে মোট

২১২·৪৮ কোটি টাকা। পরিবহণ, বিদ্যুৎ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে যথাক্রমে ১৬৪·৫৯ কোটি টাকা, ১৫৫·৩৪ কোটি টাকা এবং ১৫০·০২ কোটি টাকা। অপরপক্ষে, গৃহ-নির্মাণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ পরিকল্পনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং যোগাযোগের জন্য বরাদ্ধ করা হইয়াছে যথাক্রমে ৭৩·৪১ কোটি টাকা, ৫৫·৫৪ কোটি টাকা এবং ৪১·৮৭ কোটি টাকা।

৬৮। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরে উন্নয়ন বাজেটে নির্ধারিত মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে, ৯১৫·৫৯ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ পাওয়া যাইবে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের মাধ্যমে। পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের পরিমাণ ছিল উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা ৭৩ ভাগ।

রাজস্ব বিষয়ক কর্মপন্থা ১৯৭৬-৭৭

৬৯। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরের প্রধান রাজস্ব বিষয়ক কর্ম পন্থার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অ। ভূমি রাজস্ব

(ক) ভূমি উন্নয়ন কর (১) শহরাঞ্চলে কৃষি বহির্ভূত জমির উপর বিভিন্ন হারে একটি সমন্বিত 'ভূমি উন্নয়ন কর' হিসাবে ভূমি রাজস্ব পুণঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে (+১৩·৪৮ কোটি টাকা)।

(২) অনুরূপভাবে, ২৫ বিঘার উর্ধ্বের কৃষি উপযোগী জমির জোত এর ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৫·০০ টাকা হারে ভূমি রাজস্ব পুনঃ নির্ধারিত হইয়াছে (+২·৮২ কোটি টাকা)।

(খ) জলকর :—গঙ্গা, কপোতাক্ষ, উত্তর বঙ্গ গভীর নলকূপ, লো-লিফ্‌ট পাম্প সেচ এবং ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা প্রকল্প সমূহ দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মোট বর্ধিত উপকারের শতকরা ৩ ভাগ হারে জলকর ধার্য্য করা হইয়াছে (+২০ লক্ষ টাকা)।

আ। আমদানী-রপ্তানি

(গ) আর্নার স্কীমের অধীনে আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর বর্ত্তমানে প্রদত্ত শুল্ক রেয়াত আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছে (+১·০০ কোটি টাকা)।

(ঘ) সম্পূর্ণ তৈরী ট্রাক ও বাসের উপর বর্তমানে ধার্য্য মূল্য ভিত্তিক শুল্কহার শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ৪৫ ভাগ করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ বিযুক্ত ট্রাকের উপর মূল্য ভিত্তিক শুল্কহার শতকারা ৪৫ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ৩০ ভাগ করা হইয়াছে (—২০ লক্ষ টাকা)।

(ঙ) জীপ, স্টেশন ওয়াগন, মাইক্রোবাস ইত্যাদির উপর ধার্য্য মূল্য ভিত্তিক শুল্কহার শতকরা ১০০ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ৬০ ভাগ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিযুক্ত একই ধরনের যানবাহনের উপর শুল্কহার শতকরা ৬১ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ৪৫ ভাগ করা হইয়াছে (—১০ লক্ষ টাকা)।

(চ) মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনের উপর ধার্য্য মূল্য ভিত্তিক শুল্কহার শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ২৫ ভাগ করা হইয়াছে। (—৪০ লক্ষ টাকা)।

(ছ) কস্টিক সোডার উপর মূল্যভিত্তিক শুল্কহার শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে শতকরা ৫০ ভাগে হ্রাস করা হইয়াছে (—৭৫ লক্ষ টাকা)।

(জ) কৃত্রিম ধুনা ও 'পি, ভি, সি' মালমসলার উপর ধার্য্য মূল্য ভিত্তিক শুল্কহার শতকরা ১০০ এবং ১২০ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ৭৫ ভাগ এবং শতকরা ১৫০ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ১০০ ভাগ করা হইয়াছে (—২·৭৮ কোটি টাকা)।

(ঝ) কিট হিসাবে আমদানীকৃত একাধিক ব্যাণ্ডের রেডিওর উপর মূল্যভিত্তিক শুল্কহার শতকরা ১৫০ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ১০০ ভাগ করা হইয়াছে (—১২ লক্ষ টাকা)।

(ঞ) রেজার ব্লেডের উপর মূল্যভিত্তিক শুল্কহার শতকরা ১২৫ ভাগ হইতে শতকরা ১০০ ভাগে হ্রাস করা হইয়াছে (—৫ লক্ষ টাকা)।

ই। আবগারী শুল্ক

(ট) পাকা চামড়ার উপর ধার্য্য মূল্যভিত্তিক শুল্কহার শতকরা ১০ ভাগ হইতে ৫ ভাগে হ্রাস করা হইয়াছে। তবে ছোট কারাখানার ক্ষেত্রে প্রদত্ত কর রেয়াত প্রত্যাহার করা হইয়াছে (+৪ লক্ষ টাকা)।

(ঠ) জুতাসহ চামড়াজাত দ্রব্যের উপর ধার্য্য শুল্কহার খুচরা মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া ১০ ভাগ করা হইয়াছে। তবে ছোট কারাখানায়

প্রস্তুত জুতাও চামড়াজাত দ্রব্যাদির উপর প্রদত্ত শুল্ক রেয়াত প্রত্যাহার করা হইয়াছে কিন্তু অনধিক ৫৫ টাকা মূল্যের জুতার উপর শুল্ক মওকুফ করা হইয়াছে (+৫ লক্ষ টাকা)।

(ড) ষ্টোরেজ ব্যাটারীর উপর ধার্য্য শুল্ক হার খুচরা মুল্যের শতকরা ২৫ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া শতকরা ২০ ভাগ করা হইয়াছে (−১৫ লক্ষ টাকা)।

ঈ। বিক্রয় কর

(ঢ) দেশে প্রস্তুত জি আই তার, পেরেকের তার, তার কাঁটা, ছাদের স্ক্রু, বল্টু, নাট ও ওয়াশার এর উপর ধার্য্য বিক্রয় কর শতকরা ২০ ভাগ হইতে শতকরা ১০ ভাগে হ্রাস করা হইয়াছে (−৩৫ লক্ষ টাকা)।

(ণ) দেশে প্রস্তুত গ্যাস স্টোভ, গ্যাস কুকার ও অনধিক দুই চুল্লি বিশিষ্ট কুকিং রেঞ্জ এবং তাহাদের যন্ত্রাংশের উপর বিক্রয় কর মওকুফ করা হইয়াছে। (−০·৭৫ লক্ষ টাকা)।

(ত) দেশে প্রস্তুত এবং আমদানীকৃত রেজার ব্লেডের ক্ষেত্রে বিক্রয় কর মওকুফ করা হইয়াছে (−৯ লক্ষ টাকা)।

উ। আয়কর

(থ) কর আরোপনীয় আয়ের নিম্নসীমা ৮,৪০০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৯,০০০ টাকা করা হইয়াছে (−৫ লক্ষ টাকা)।

(দ) ধনী কৃষকদের কৃষি আয়, আয়কর আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (+৪ কোটি টাকা)।

(ধ) আয়করের প্রয়োজনে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বাবদ খরচের ভাতার পরিমাণ ১,৫০০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২,৪০০ টাকা করা হইয়াছে (−৫ লক্ষ টাকা)।

(ন) অপ্রচলিত দ্রব্যাদির রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে কর রেয়াতের হার দ্বিগুন করিয়া শতকরা ত্রিশ ভাগ করা হইয়াছে (−২ লক্ষ টাকা)।

(প) উচ্চস্লাবগুলির করের হার পুণর্বিন্যাস করা হইয়াছে (−১ কোটি টাকা)।

উ। সম্পত্তি কর

(ফ) কৃষি জমির মূল্যের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির মাত্রা ১ লক্ষ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে (−৫০ হাজার টাকা)।

উল্লেখিত আর্থিক পদক্ষেপ গ্রহণের ভিত্তিতে ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরে নীট রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬·০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রেলওয়ে বাজেট ১৯৭৬-৭৭

৭০। দুই বৎসর বিরতির পর, রেলওয়ের কার্যকরী দক্ষতা স্বতন্ত্রভাবে যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬-৭৭ সালে আবার রেলওয়ে বাজেট পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। রেলওয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন-কল্পে সরকার একটি রেলওয়ে বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ইহা ১৯৭৬ সালের ১লা জুলাই হইতে একটি স্বায়ত্ত্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে কাজ করিবে।

৭১। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরের রেলওয়ে বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ধরা হয় ৫৮·১২ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ধরা হয় ৫৮·১০ কোটি টাকা। ফলে উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় শুধুমাত্র ০·০২ কোটি টাকা। এই পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরের ৫০·৭৫ কোটি টাকা সংশোধিত রাজস্ব প্রাপ্তি এবং রাজস্ব ব্যয়ের সহিত তুলনীয়। মোট ৫৮·১০ কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে, সাধারণ কার্য নির্বাহের জন্য ৫০·৩৩ কোটি টাকা, বিভিন্ন ফাণ্ডে দানের জন্য ১·১১ কোটি টাকা, সুদ এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য ৪·০৪ কোটি টাকা, রেলওয়ে কর্মচারীদের ঋণ এবং আগাম দানের উদ্দেশ্যে ০·০২ কোটি টাকা এবং সরকারী বিনিয়োগের জন্য ২·৬০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

৭২। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরে রেলওয়ের জন্য মোট উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়, ৩৩·৪৪ কোটি টাকা। তুরস্ক হইতে ৪৯ মিটার গেজ যাত্রী পরিবহনের আমদানী এবং সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ৪০টি যাত্রী পরিবহন সৃষ্টি এই উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরে আরও কিছু ১৪০ ব্রড গেজ ওয়াগন এবং অধিক সংখ্যক সংকেত যন্ত্রাবলী আমদানী করার কথা রহিয়াছে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় আরো রহিয়াছে ফরিদপুর-বরিশাল লাইনের সম্প্রসারণ কার্য সমাপ্ত করণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনের সংস্করণ, ঢাকা এবং পার্বতীপুরের ডিজেল আশ্রয় কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ, বিশ্রামাগার, প্লেটফর্ম, প্লেটফর্ম শেড নির্মাণ, স্টেশনের বৈদ্যুতিকরণ এবং বিভিন্ন স্টেশনে পানীয় জলের সুবিধা প্রদান।

৭৩। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোন নূতন ঋণ পত্র বাজারে ছাড়া হয় নাই। বর্তমানে শুধুমাত্র

সরকারী ঋণ সরকারের ৫½% ঋণ — ১৯৮২, যাহা ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে ছাড়া হইয়াছিল তাহা অপরিশোধিত আছে। এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৩·৭৫ কোটি টাকা।

৭৪। বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা হার সুদের যে ত্রৈমাসিক সরকারী ট্রেজারীবিল ছাড়া হইয়াছিল, ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে উহার পরিমাণ ছিল ৫৭·০৩ কোটি টাকা। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনেও এই বিলের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। এই বিল সমূহ প্রতি ৯০ দিন অন্তর অন্তর পুনঃ ইস্যু করা হয়। ইহা ছাড়া, পূর্বে অপসারিত পাকিস্তানী নোটের জন্য এবং বাংলাদেশের নোট জারীর বিপরীতে আইনানুগ প্রয়োজনীয় সম্পদ রক্ষণের উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য কারণে যে এডহক বিল সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে ৪০৮·৯৪ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে ৫৪৯·৩৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকার 'ওয়েজ এণ্ড মীন্স' আগামের সর্বোচ্চ সীমার উর্ধে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার উপরে টাকা তোলার জন্যে বাজারে অতিরিক্ত ট্রেজারী বিল ছাড়ার ফলেই এই বৃদ্ধি হইয়াছে। সরকারের প্রদত্ত 'ওয়েজ এণ্ড মীন্স' আগামের পরিমাণ ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে ২০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। উপরোক্ত ঋণ ছাড়াও সরকারের 'ডেবিট ব্যালেন্সের' পরিমাণ ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনের ৯·০৬ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৬ সালের জুন মাসে ৯·২৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সালের ২১শে জুন হইতে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হার সুদে, ব্যাংক বহির্ভূত সংস্থা সমূহকে যে বিশেষ ট্রেজারী বিল দেওয়া হইয়াছিল, ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০·০০ লক্ষ টাকা।

সেভিংস সার্টিফিকেট ৭৫। স্বাধীনতা কাল হইতে ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ সেভিংস সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের মোট নীট বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২·৮০ কোটি টাকা। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের মোট বিক্রয় এবং ভাঙানোর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২·২৭ কোটি টাকা এবং ০·৮৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ এক্ষেত্রে নীট বিক্রয় হয় ১·৪১ কোটি টাকা।

৭৬। দেশের প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়ন কার্যের জন্য অধিক সঞ্চয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ৮ই মার্চ হইতে আকর্ষনীয় হার সুদে 'প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র' নামে একটি নূতন সেভিংস বণ্ড চালু করা হয়। আট বৎসর পর দেয় হইবে এবং

ইহাতে লাভের হার বার্ষিক শতকরা ১৫ ভাগ। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্রের মোট বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪·৫৩ কোটি টাকা।

প্রাইজ বণ্ড

৭৭। ১৯৭৪ সালের জুন মাস হইতে বাংলাদেশ প্রাইজ বণ্ডের যে বিক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহা আলোচ্য বৎসরে অব্যাহত থাকে। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুন তারিখের ১·৬৪ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৬ সালের একই সময়ে মোট বণ্ড বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ২·৫৪ কোটি টাকায়। ৩০শে জুন ১৯৭৬ পর্যন্ত এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, জে এই দশটি এবং বাংলা 'ক' সিরিজের বণ্ড চালু করা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং লেনদেনের ভারসাম্য

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং লেনদেনের ভারসাম্য

৭৮। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল ভারসাম্য ১৯৭৫-৭৬ সালেও অব্যাহত থাকে। পণ্যদ্রব্য খাতে (দৃশ্যমান রপ্তানি বাদ আমদানী) ঘাটতির পরিমাণ জুলাই, ১৯৭৪—মার্চ, ১৯৭৫ সময়ের ৬০৪·১৯ কোটি টাকা হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৫-৭৬ সালের একই সময়ে ১,০৫২·২৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। একইভাবে, 'সার্ভিসেস' (অদৃশ্যমান রপ্তানি বাদ আমদানী) খাতে পূর্ববর্তী বৎসরের প্রথম নয় মাসের ১০২·৭০ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪১·৬৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৭৯। ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রথম নয় মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে বিশেষ অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালের প্রথম নয় মাসের ৯৪·১৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্তের পরিবর্তে আলোচ্য বৎসরের একই সময়ে সর্বমোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৭·৭০ কোটি টাকা। পণ্যদ্রব্য এবং সার্ভিস খাতে অধিক অর্থ প্রদান এবং অপরিশোধ্য বৈদেশিক অর্থ সমাগমে বিশেষ হ্রাস প্রাপ্তিই, যাহা নীট মূলধন প্রাপ্তি বৃদ্ধির ফলে আংশিকভাবে প্রতিহত হয়, লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতার প্রধান কারন।

৮০। ১৯৭৫ সালের তৈল-সুবিধার অধীনে, ১৯৭৫ এর নভেম্বর মাসে ৪৪·১৬ কোটি টাকা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক তহবিলের সহিত দ্বিতীয় ষ্ট্যাণ্ড-বাই-ব্যবস্থার অধীনে ১৯৭৬ এর জানুয়ারী মাসে ৬৭·৩২ কোটি টাকা (সার্ভিস ব্যয় বাদে) গ্রহণ করা সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরের প্রথম নয় মাসে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের (বিনিময়) পরিমাণ ১২২·০০ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯৭৬ সালের মার্চ শেষে ২২৮·০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অবশ্য রিজার্ভের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬ সালের জুন শেষে ৩১৮·৮৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্য

৮১। ১৯৭৪-৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্য দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পর ১৯৭৫-৭৬ সালে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তিতে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৪ ৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের পরিমাণ ধরা হয় ৯২.৩৬ কোটি ডলার। ১৯৭৫-৭৬ সালে প্রকৃত বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের পরিমাণ ৯০.৫০ কোটি ডলারে দাঁড়াইবে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনে এবং খাদ্য সংগ্রহে সন্তোষজনক বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচ্য বৎসরে খাদ্য সাহায্য প্রাথমিক হিসাব হইতে হ্রাস পাওয়াই হইল বৈদেশিক সাহায্যে ঘাটতির প্রধান কারণ। নিম্নে প্রদত্ত তালিকায়-পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালের আনুমানিক বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

(কোটি ডলারের হিসাবে)

সাহায্যের প্রকার/সাল	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬
খাদ্য বাবদ সাহায্য	৩৭.৮৭	৩৪.৮০
পণ্য সাহায্য	৩৯.৯৭	৪০.০০
প্রকল্প সাহায্য	১৪.৫২	১৫.৭০
মোট :	৯২.৩৬	৯০.৫০

৮২। ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ যোগানের জন্য মোট বৈদেশিক সাহায্যের পাইপ-লাইন (ঋণ এবং অনুদান সহ) প্রাথমিক হিসাবে ৭০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। অবশ্য সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে বৈদেশিক সাহায্য সর্বমোট ৬২৯ কোটি টাকার বেশী পাওয়া যাইবে না।

বৈদেশিক ঋণ

৮৩। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাংলাদেশকে দেওয়া মোট বৈদেশিক সাহায্য প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ৪২২ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। ইহার মধ্যে ধার/ঋণ এর পরিমাণ ২৩৫ কোটি ডলার এবং অনুদানের পরিমাণ ১৮৭ কোটি ডলার। কিন্তু সর্বমোট বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের পরিমাণ ২৮৮ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। বৈদেশিক ঋণের দায় বাবদ খরচ (debet service payments) পরিশোধের পরিমাণ ১৯৭৩-৭৪ সালের ১.৭৫ কোটি ডলার হইতে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৪.৭৭ কোটি ডলারে দাঁড়ায়।

নবম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

৮৪। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সহিত ৬২·৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর এর একটি "ষ্ট্যাণ্ড-বাই-চুক্তি" সম্পাদন করে। ইহা হইতে আলোচ্য বৎসরে ৪১·০০ মিলিয়ন এস, ডি, আর তহবিল থেকে তুলিয়া নেয়। এই বৎসর বাংলাদেশ তহবিলের ১৯৭৫ তৈল সুবিধার অধীনে আরও ৪০·৪৭ মিলিয়ন এস, ডি, আর ক্রয় করে। বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষতিপূরণ অর্থ যোগান সুবিধার অধীনে ১৯৭২ সালে সংগৃহীত ৬২·৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর থেকে ৭·৮১ মিলিয়ন এস, ডি, আর পরিশোধ করে। উক্ত লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে তহবিলে বাংলাদেশের অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ১৯৭৫ সালের জুন মাসের ১৪৬·৯৭ মিলিয়ন এস, ডি, আর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬ সালের জুন মাসের শেষে ২২০·৬৩ মিলিয়ন এস, ডি, আর এ দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে তহবিলের নিকট জমা বাংলাদেশের মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৩৪৫·৬ মিলিয়ন এস, ডি, আর এর মূল্যের সমান অথবা বাংলাদেশের বর্তমান কোটা ১২৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর এর ২৭৬ শতাংশ।

দশম অধ্যায়

বাণিজ্য নীতি

বাণিজ্য নীতি

৮৫। ১৯৭৪-৭৫ সালের ৩০৫·৯০ কোটি টাকার প্রকৃত রপ্তানি আয়ের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে দেশের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৫২০·০০* কোটি টাকায় স্থির করা হয়। মোট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে, কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্য হইতে যথাক্রমে ১৬০·০০ কোটি টাকা এবং ২৫৯·০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হয়। অন্যান্য পণ্যদ্রব্য যেমন, চা, বরফজাত চিংড়ী, মাছ চামড়া ইত্যাদি রপ্তানি করিয়া ১০১·০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা ধরা হয়। আলোচ্য বৎসরের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি বাণিজ্যের গতিধারা সন্তোষজনক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পর্যায়ে রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৫৫৪·০০ কোটি টাকা ধরা হয়। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায়, আলোচ্য বৎসরে মোট রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭৬·০০ কোটি টাকা।

রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা

৮৬। ১৯৭৬-৭৭ সালে দেশের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৫৬৪·০০ কোটি টাকায় স্থির করা হয়। ইহার মধ্যে, কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া যথাক্রমে ১৮৬·৫০ কোটি টাকা এবং ২৪৭·০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইবে। অন্যান্য পণ্যদ্রব্য হইতে একত্রে মোট ১৩০·৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা ধরা হয়। বিশেষভাবে পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর সহিত টাকার পূনর্মূল্যায়ন এবং পাটজাত দ্রব্যের প্রতি একক মূল্য কম হওয়াই আংশিকভাবে টাকার পরিমাণ কম হওয়ার জন্য দায়ী। আলোচ্য বৎসরে, বৈদেশিক মুদ্রায় মোট রপ্তানির পরিমাণ ৪০·০০ কোটি ডলার হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

৮৭। ১৯৭৫ সালের জুলাই—ডিসেম্বর বাণিজ্য মৌসুমের আমদানী নীতির মূল লক্ষ্য ছিল শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ত্বরান্বিত করা। আলোচ্য মৌসুমে প্রাথমিকভাবে আমদানী ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫৫০·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী—জুনের বরাদ্দের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রায়

আমদানী নীতি

*বিনিময়ের হার টাঃ ৩০·০০=১ পাউণ্ড।

একাদশ অধ্যায়

রপ্তানি পণ্যের গতিধারা

রপ্তানি পণ্যের গতিধারা

৯০। ১৯৭৫-৭৬ সালে দেশের অধিকাংশ পণ্যের বাজার স্থিতিশীল থাকে। কাঁচা পাট এবং পশুচর্ম ও চামড়ার মূল্যে ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য বৎসরে গরু এবং ছাগলের চামড়ার মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য চায়ের মূল্যে কিছু নিম্ন গতি দেখা দেয়।

৯১। দেশের প্রধান রপ্তানি ত্বরান্বিত করিবার জন্য আলোচ্য বৎসরে সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বেসরকারী পাট ব্যবসায়ীদের সক্রিয় করিয়া তোলা, খরচের যুক্তিসঙ্গত পূণর্গঠনের ব্যবস্থাসহ পাট শিল্পে অধিক শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, রপ্তানি বাজার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করা এবং জাহাজ বোঝাইয়ের সুবিধার উন্নতিসাধনের নিমিত্তে কার্য্যকর বাজার নীতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালানো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত ব্যবস্থাগুলি যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনঃ অগ্রগতি সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব বাজারে বর্ধিত চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের পাট এবং পাটজাতদ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করে।

৯২। ১৯৭৪-৭৫ সালে কাঁচা পাটের ক্ষেত্রে যে সব দুর্যোগ দেখা দেয় ১৯৭৫-৭৬ সালে সেই সব হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে অব্যাহতি লাভ করা সম্ভবপর হয়। আলোচ্য মৌসুমে অনুকূল আবহাওয়া উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পাটের চোরা চালানের উপর যথোপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিবার ফলে প্রচুর পাট বাজারে সমাগম হয়। এইরূপে আলোচ্য বৎসরে উৎপাদন, রপ্তানি বিক্রয় এবং কাঁচা পাটের প্রকৃত রপ্তানিতে সার্বিক অগ্রগতি হয়। পাট উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালের ৪০·০০ লক্ষ গাঁইটের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ৪৫·০০ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়ায়।

পাট

৯৩। পূর্ববর্তী সালের ৩৮·৭৬ লক্ষ গাঁইটের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে ৪০·৮৬ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট দেশের বিভিন্ন ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্রে আমদানী হয়।

৯৪। বিগত সালের ১০·১৮ লক্ষ গাঁইটের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে রপ্তানি বিক্রয়ের জন্য লিপিবদ্ধ পাটের পরিমাণ পর্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬·৫৫ লক্ষ গাঁইটে

দাঁড়ায়। কাঁচা পাটের প্রকৃত রপ্তানি ১৯৭৪-৭৫ সালের ১৫.৪৯ লক্ষ গাঁইটের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরে ২৩.৪৭ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়ায়।

৯৫। আলোচ্য বৎসরে কাঁচা পাটের আভ্যন্তরীণ মূল্যে স্থিতিশীল পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে সর্বনিম্নজাত ক্রসবটম (তোসা ও সাদা পাটের গড়) পাটের মূল্য ১৯৭৫ সালের ১লা জুলাই এর মণপ্রতি ৯৪.০০ টাকা হইতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৫ সালের ১৩ই নভেম্বরে মণপ্রতি ৯৭.০০ টাকায় দাঁড়ায়। ইহার পর মূল্যে স্থিতিশীল গতি বজায় থাকে এবং পর্য্যায়ক্রমে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬ সালের ৩রা মার্চে প্রতি মণ ১০৫.০০ টাকায় দাঁড়ায় এবং উহা ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

৯৬। বি, ডব্লিউ, ডি গ্রেড পাটের রপ্তানি মূল্য ১৯৭৫ সালের ১লা জুলাই এর টন প্রতি ১৬০ পাউণ্ড হইতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে টন প্রতি ১৫৫ পাউণ্ডে পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। বিশ্ব বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালের ১৩ই মার্চ হইতে মূল্য পুনরায় ১৬০ পাউণ্ডে নির্ধারণ করা হয়। টাকা এবং পাউণ্ডের বিনিময় হার পুনঃ নির্ধারনের ফলে ১৯৭৬ সালের ২৬শে এপ্রিল হইতে পাটের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া টন প্রতি ১৭১ পাউণ্ড করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের তুলনায় পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর মূল্যের অবিরাম অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পাটের মূল্য শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে উদ্ধৃত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৭৬ সালের ৭ই জুন হইতে প্রতি টনের মূল্য ২৯৮ ডলার (সমান ১৭৪ পাউণ্ড) নির্ধারণ করে। উহা ১৯৭৬ সালের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

পাট জাত দ্রব্য

৯৭। ১৯৭৫-৭৬ সালে পাট শিল্পে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়। শ্রমিকদের শৃংখলা ফিরাইয়া আনা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমানো, প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর সুবিধা এবং পরিচালনার অভাব পুরণ প্রভৃতির ব্যাপারে কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যাহা পাট শিল্পে কর্মদক্ষতা বাড়াইতে সহায়তা করে। ইহার ফলে আলোচ্য বৎসরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪.৫৫ লক্ষ টনের স্থলে এবং বিগত বৎসরের উৎপাদিত ৪.৪৪ লক্ষ টনের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমানে বৃদ্ধি পাইয়া ৪.৭৮ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। ১৯৭৪-৭৫ সালের শতকরা ৭৮ ভাগ চালু তাঁতের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে গড়ে ২৩,৪১৩টি স্থাপিত তাঁতের মধ্যে ১৯,৮৩৯টি অথবা শতকরা ৮৫ ভাগ তাঁত চালু থাকে।

৯৮। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক মন্দাভাব কাটাইয়া উঠার ফলে এবং মধ্যপ্রাচ্যে নূতন বাজার বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে পাটের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালের ৩·৯২ লক্ষ টনের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ৫·৪৭ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি বিক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে লিপিবদ্ধ করা হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের ৩·৭৭ লক্ষ টন রপ্তানির তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালে পাটজাত দ্রব্যের প্রকৃত রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪·৩৮ লক্ষ টন।

৯৯। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে পাটজাত দ্রব্যের মওজুদ (বিক্রীত অবিক্রীত এবং পরিবহনাধীনসহ) পূর্ববর্তী বৎসরের একই তারিখের ১·২৭ লক্ষ টন হইতে হ্রাস পাইয়া ১·১৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায়।

১০০। ১৯৭৫-৭৬ মওসুমে* চা শিল্প কিছু সংকটের সম্মুখীন হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া, বিশেষ করিয়া মওসুমের প্রারম্ভিক মাসগুলিতে অনাবৃষ্টি, চট্টগ্রামের নিলামে বৈদেশিক ক্রেতাদের সক্রিয় সমর্থনের অভাব এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের মূল্যহ্রাস

চা পাওয়া ইহার প্রধান কারণ। বিগত মওসুমে ৭০৯·২০ লক্ষ পাউণ্ড রেকর্ড পরিমাণ চা উৎপাদনের তুলনায় আলোচ্য মওসুমে ৬৫৯·২ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপাদিত হয়। পূর্ববর্তী মওসুমের ২২৬·৫ লক্ষ পাউণ্ড জমা চা সহ আলোচ্য মওসুমে মোট চায়ের প্রাপ্যতার পরিমাণ ৮৮৫·৭ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইহা বিগত মওসুমের ৮৩৬·২ লক্ষ পাউণ্ডের সহিত তুলনীয়। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল - জুন সময়ে চা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭১·২ লক্ষ পাউণ্ড, যেখানে ১৯৭৫ সালের একই সময়ে উৎপাদন ছিল ১৫১·৮ লক্ষ পাউণ্ড।

১০১। আলোচ্য মওসুমে চট্টগ্রামে সর্বমোট ২২টি নিলামে ৫২৪·৪ লক্ষ পাউণ্ড চা বিক্রয় হয়। প্রতি পাউণ্ড চায়ের গড় মূল্য ছিল ৪·২৪ টাকা। ১৯৭৪-৭৫ মওসুমে প্রতি পাউণ্ড ৩·২৫ টাকা গড় দরে মোট ৬২২·৮ লক্ষ পাউণ্ড চা নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল।

১০২। রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট ৬০০·০ লক্ষ পাউণ্ড চায়ের মধ্যে ১৯৭৫-৭৬ মওসুমে (এপ্রিল-মার্চ) ৫০৯·১ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করা হয়। অবশ্য আলোচ্য

---

* চা মওসুম : এপ্রিল—মার্চ।

মওসুমে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য হ্রাস পাওয়ার কারণে রপ্তানি আয় ৩১·২৫ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ২৫·৪৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিগত মওসুমে ৪৪৯·৭ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করিয়া ২৩·৯২* কোটি টাকা অর্জন করা হয়। ১৯৭৫ সালের জুলাই হইতে ১৯৭৬ সালের জুন পর্য্যন্ত সময়ে ৪৯২·২ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করিয়া মোট ২৫·৭৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তুলনা-মূলকভাবে ১৯৭৪-৭৫ সালের একই সময়ে ৫১৮·২ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইতে অর্জিত হইয়াছিল ২৮·৮১* কোটি টাকা। বর্তমান মওসুমের প্রথম তিন মাসে (এপ্রিল–জুন, ১৯৭৫-৭৬) ১২১·৭ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি করিয়া ৫·৬০ কোটি টাকা অর্জন করা হয়।

পশুচর্ম ও চামড়া

১০৩। পশুচর্ম ও চামড়ার বাজার ১৯৭৫-৭৬ সালে চড়া থাকে। পশুচর্ম ও চামড়ার মূল্য এই বৎসর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বিদেশে সক্রিয় চাহিদার ফলে বিশেষ ভাবে গরুর চামড়া এবং ছাগলের চামড়ার মূল্যে উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়।

১০৪। ১৯৭৪-৭৫ সালের ২১·৮৭ কোটি টাকার তুলনায় এবং ১৯৭৫-৭৬ সালের ৪০·০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার স্থলে পশুচর্ম এবং চামড়ার (পাকা চামড়া সহ) রপ্তানি আয় ৪৩·২৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। আলোচ্য বৎসরে ইটালী, সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান এবং পশ্চিম জার্মানী বাংলাদেশের পশুচর্ম এবং চামড়ার প্রধান গ্রাহক ছিল।

---

* টাকার মূল্যমান হ্রাসের জন্য সমন্বয় সাধন করা হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

মুদ্রা বিনিময় নীতি
ও
বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি

মুদ্রা বিনিময় নীতি

১০৫। ১৯৭৫ সালের ১৭ই মে তারিখে টাকার মূল্যমান হ্রাস করার পর হইতে যুক্তরাষ্ট্রের ডলার এর সাথে পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর অবিরাম মন্দা বিনিময় হার চলিতে থাকে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার আপনা হইতেই হ্রাস পায়। ইহা আমাদের আন্তর্জাতিক লেনদেনে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অপরদিকে যেহেতু আমাদের প্রধান রপ্তানি মূল্য পাউণ্ড ষ্টার্লিং এ আদায় করা হয় সেহেতু ষ্টার্লিং এরিয়ার বহির্ভূত দেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানীর ক্ষেত্রে উক্ত রপ্তানি আয়ে পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর মান কমিবার দরুন বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। অন্যদিকে আমাদের বেশীর ভাগ আমদানী বাবদ দেনা যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে পরিশোধিত হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের সাথে পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর মন্দা বিনিময় হারের দরুন আমাদের আমদানী বাবদ খরচ বহু পরিমানে বৃদ্ধি পায়।

১০৬। উপরোক্ত পরিস্থিতির যথাযথ পর্য্যালোচনার পর ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার নূতন মুদ্রা বিনিময় হারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাহা বিনিময় হারের সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে। এই নূতন বিনিময় ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়সঙ্গত মূল্য স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের সরকারী লক্ষ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন মুদ্রার সহিত আন্তর্জাতিক বাজারে পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর বিনিময় হারের গতিধারা এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া পাউণ্ডের সহিত টাকার মূল্যমানে যথাযথ পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে। বিনিময় ব্যবস্থার এই পরিবর্তনশীলতা আমাদের আন্তর্জাতিক লেনদেনে অধিকতর স্থিতিশীলতা আনয়ন করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। উক্ত ব্যবস্থার অধীনে ১৯৭৬ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে পাউণ্ড ষ্টার্লিং এর সহিত টাকার বিনিময় হার ২৮·১০ টাকা=১ পাউণ্ড পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭৬ সালের ৭ই জুন হইতে বিনিময় হার পুনরায় ২৬·৭০ টাকা =১ পাউণ্ডে পুনঃ নির্ধারিত করা হয়।

বিনিময় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি

১০৭। আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত জরুরী পরিবর্তন সমূহ প্রবর্তন করা হয়ঃ—

(ক) ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলারদের নিকট পাউণ্ড–ষ্টার্লিং ৬ মাস পর্যন্ত আগাম বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত নেয়।

(খ) ১৯৭৬ সালের ৭ই জুন তারিখ হইতে যে কার্যকর বিনিময় হারে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলারদের নিকট এবং তাহাদের নিকট হইতে পাউণ্ড-ষ্টার্লিং এর তাৎক্ষনিক এবং আগাম বিক্রয় ও ক্রয় করে তাহা নিম্নরূপ ছিলঃ—

পাউণ্ড ষ্টার্লিং ক্রয়		পাউণ্ড ষ্টার্লিং বিক্রয়		
তাৎক্ষণিক	আগাম	তাৎক্ষণিক	আগাম	
	ছয় মাস পর্য্যন্ত		৩ মাস পর্য্যন্ত	ছয় মাস পর্য্যন্ত
২৬·৬৫ টাকা	২৬·৬৫ টাকা	২৬·৭৫ টাকা	২৬·৮০ টাকা	২৬·৮৫ টাকা

(গ) ১৯৭৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে কাঁচা পাট রপ্তানির জন্য রপ্তানি মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা—(ইপিসি) যাহা ১৯৭২ সালে বাতিল করা হইয়াছিল, বেসরকারী পাট রপ্তানি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পাট ব্যবসা শিথিল করিবার পরিপ্রেক্ষিতে উহা পুনরায় চালু করা হয়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন

১০৮। ইসকাপ এর অন্তর্ভুক্ত ছয়টি আঞ্চলিক সদস্য যথা বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ইরান, শ্রীলংকা এবং পাকিস্তান এর কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নোল্লেখিত লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয় :—

(১) অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির সহিত বহুমুখী প্রচলিত লেনদেনের সুবিধা প্রদান করা ;

(২) সদস্য দেশগুলির মুদ্রার যথোপযুক্ত ব্যবহারে অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে সদস্যদের সংরক্ষিত বিনিময় মুদ্রার মিতব্যয়িতা আনয়ন করা ; এবং

(৩) সদস্য দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং বাণিজ্য বিস্তারকল্পে আর্থিক সহযোগিতা এবং ব্যাপক সংক্রান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা।

১০৯। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের হিসাব এককের নাম দেওয়া হয় এশিয়ান মনিটারী ইউনিট (এ, এম, ইউ) যাহা একটি এস, ডি, আর এর সমমূল্য।

১১০। ১৯৭৫ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ইউনিয়ন কাজ আরম্ভ করে। বাংলাদেশ আলোচ্য বৎসরে উক্ত ইউনিয়নের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লেনদেন সমাধা করিয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

কারেন্সী নোট ও মুদ্রা ব্যবস্থা

কারেন্সী নোট ও মুদ্রা ব্যবস্থা

অচলকৃত নোটের বিনিময়মূল্য প্রদান

১১১। সরকার অচলকৃত একশত টাকার নোটের ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত জমাদান-কারীদিগকে নগদ পূর্ণ বিনিময় মূল্য প্রদান করার অনুমতি দেন। ১৯৭৫ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনিময় মূল্য প্রদান আরম্ভ হয়। যেখানে ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত জমাকৃত টাকার অবশিষ্ট বিনিময় মূল্য প্রদান ১৯৭৫ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হয়।

নূতন ব্যাংক নোট

১১২। পঞ্চাশ টাকা এবং একশত টাকার নূতন ব্যাংক নোট ১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ হইতে চালু করা হয়।

১১৩। ১৯৭৫ সালের ২২শে ডিসেম্বর হইতে বাংলায় বিশেষ স্মারক চিহ্ন যথা "পরিকল্পিত পরিবার," "সবার জন্য খাদ্য" সহকারে নূতন বাংলাদেশী ১ টাকার মুদ্রা (ধাতব) চালু করা হয়।

মুদ্রা

১১৪। প্রচলিত খুচরা মুদ্রা ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনের ৯.১২ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে ১০.৫৫ কোটি টাকায় উপনীত হয়। ইহা ছাড়া প্রচলিত ১ টাকার নোট/মুদ্রার পরিমাণ ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনের ২৪.৭৭ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে ২০.৩৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রশাসন

প্রশাসন

নিয়োগ

১১৫। মিঃ এ, কে, গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৭৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে ডেপুটি গভর্ণর পদে নিয়োজিত হন।

১১৬। মিঃ এস, এ, কবীর ১৯৭৬ সালের ১১ই মে হইতে একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর পদে নিয়োজিত হন।

অফিসের স্থান

১১৭। ঢাকাস্থ ব্যাংক ভবন সংলগ্ন ৮ তলা বিশিষ্ট ইমারতের নির্মাণ কাজ এই বৎসর চলিতে থাকে। ইহার ৬ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হইয়াছে এবং সেখানে অফিসের স্থান সংকুলানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ২ তলার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হইলে অফিসের স্থানাভাব বহুলাংশে লাঘব হইবে।

বাসগৃহ

১১৮। ১৮টি নব-নির্মিত বাসগৃহ কর্মচারীদিগকে বরাদ্দ করা হয় এবং আরও বাসগৃহ নির্মাণাধীন রহিয়াছে।

যাতায়াত সুবিধা

১১৯। দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী কর্মচারীদিগকে যাতায়াতের সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় ৩টি ও চট্টগ্রামে ১টি—মোট ৪টি ষ্টাফ বাস ক্রয় করা হয়। এই ব্যবস্থা কর্মচারীদের যাতায়াত সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করে।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

১২০। বাংলাদেশ ব্যাংক কারিগরী সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য বিভিন্ন দেশে কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করে।

১২১। দেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫৮ জন অফিসারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ইহাদের মধ্যে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বি, আই, বি, এম) কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কোর্স/সেমিনারে ব্যাংকের ৫১ জন অফিসার অংশ গ্রহণ করেন।

ষোড়শ অধ্যায়

বার্ষিক হিসাব

বার্ষিক হিসাব

ইস্যু বিভাগ

১২২। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে ইস্যু বিভাগের ব্যালেন্সশীট রিপোর্ট ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। উক্ত তারিখে মোট ইস্যুকৃত নোটের পরিমাণ ছিল ৩৩৪.৪৮ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সালের অনুরূপ তারিখে ইহার পরিমাণ ছিল ২৮৩.৬৬ কোটি টাকা। ইস্যুকৃত এই নোটের বিপরীতে সম্পদের মধ্যে ১০০.০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা ১০.৮৯ কোটি টাকার দেশীয় মুদ্রা এবং ২২৩.৫৯ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র (সিকিউরিটি) অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুলনামূলকভাবে ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে নোট ইস্যুর বিপরীতে সম্পদের মধ্যে ছিল ৬০.০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা, ৬.৪৭ কোটি টাকার দেশীয় মুদ্রা ও ২১৭.১৯ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র।

ব্যাংকিং বিভাগ

১২৩। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে ব্যাংকিং বিভাগের ব্যালেন্সশীট ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। দায়ের খাতে, ৪.০০কোটি টাকার উপযোজনের ফলে বিধিবদ্ধ (সংরক্ষিত) তহবিল সমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক সমূহের আমানতের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০শে জুন তারিখের ৯২.৫৯ কোটি টাকার স্থলে ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে ৯৮.০৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও সেন্ট্রাল ব্যাংক অব কোয়েত এর হিসাব সমূহ সমেত "অন্যান্য আমানত" এর পরিমাণ গত বৎসরের ২৪৭.৬৫ কোটি টাকার স্থলে বর্তমান বৎসরে ৩৫২.৭৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়।

১২৪। সম্পদ খাতে ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে বাংলাদেশের বাহিরে রক্ষিত ব্যালেন্সের পরিমাণ ছিল ২১৮.৮৮ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সালের একই সময়ে ইহার পরিমাণ ২৯০.৮০ কোটি টাকা। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে সরকারকে প্রদত্ত "আগাম ও ঋণ" এর পরিমাণ ২০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু "সরকারী ডেটর ব্যালেন্স" পূর্ববর্তী বৎসরের একই সময়ের ৯.০৬ কোটি টাকার

স্থলে বর্তমান বৎসর ৯·২৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। "অন্যান্য ঋণ ও আগাম" এর পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০শে জুনে ৯৬·৪৭ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে ৬৩·০২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের লগ্নি ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুনে ১৯১·৬৮ কোটি টাকার স্থলে ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে ২৯৭·২৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়।

লাভক্ষতির হিসাব

১২৫। ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বৎসরের লাভ ক্ষতির হিসাবে ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ১৯৭৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকের লাভ ক্ষতির সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নরূপ :—

মোট আয়	৩৬,৫১,৩০,২৮৬	টাকা
মোট ব্যয়	১৪,১৭,৬৪,১২৬	টাকা
লাভ :	**২২,৩৩,৬৬,১৬০**	**টাকা**

১২৬। উপরোক্ত মোট লাভ ২২,৩৩,৬৬,১৬০ টাকা হইতে উদ্বৃত্ত লাভ হিসাবে ১৮,৩৩,৬৬,১৬০ টাকা সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং অবশিষ্ট ৪ কোটি টাকা নিম্ন হিসাব মতে বিধিবদ্ধ (সংরক্ষিত) তহবিলে প্রদান করা হয় :—

গ্রামীন ঋণ তহবিল	১,০০,০০,০০০	টাকা
শিল্প ঋণ তহবিল	১,০০,০০,০০০	"
রপ্তানি ঋণ তহবিল	১,০০,০০,০০০	"
কৃষি ঋণ স্থিতিশীল-করণ তহবিল	১,০০,০০,০০০	"
	৪,০০,০০,০০০	**টাকা**
সরকারের নিকট হস্তান্তর যোগ্য উদ্বৃত্ত লাভ	১৮,৩৩,৬৬,১৬০	টাকা
মোট :	**২২,৩৩,৬৬,১৬০**	**টাকা**

নিরীক্ষক নিয়োগ

১২৭। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ এর ৬৫ (১) ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষণ করিয়া দেখার জন্য বাংলাদেশ সরকার মেসার্স খান ওয়াহাব শফীক রহমান এ্যাণ্ড কোম্পানী এবং মেসার্স হাওলাদার ইউনুস এ্যাণ্ড কোম্পানী নামক চাটার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মদ্বয়কে নিয়োগ করেন।

১২৮। পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বৎসরে ব্যাংকের অফিসারগণ ও কর্মচারীবৃন্দ গভীর নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়ণতার সহিত তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

ব্যালেন্স শীট

ও

লাভ ক্ষতির হিসাব

১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখ অনুসারে

বাংলাদেশ
ব্যাল্যান্স শীট
ইস্যু

দায় সমূহ	টাকা	টাকা
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট সমূহ	১,২১,৪৬,৬১০	
বাজারে প্রচলিত নোট সমূহ*	৩৩৩,২৬,২৫,৯৯০	
মোট ইস্যুকৃত নোট সমূহ		৩৩৪,৪৭,৭২,৬০০
মোট দায়		**৩৩৪,৪৭,৭২,৬০০**

*এইখানে উল্লেখিত বাজারে প্রচলিত নোটের পরিমাণের সাথে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান/পাকিস্তান সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংক/বাংলাদেশ সরকার বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অনুরূপ নোটের জন্য যে মূল্য দাবী করিবে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

ব্যাংক
৩০শে জুন, ১৯৭৬
বিভাগ

সম্পদ সমূহ	টাকা	টাকা
১। (ক) স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড	নাই	
রৌপ্য পিণ্ড	নাই	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস, ডি, আর	নাই	
অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা	১০০,০০,০০,০০০	
(খ) এক টাকার মুদ্রা	১০,৮৯, ২১, ৬৪৯	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র**	২২৩,৫৮,৫০,৯৫১	
আভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্র	নাই	২৩৪,৪৭,৭২,৬০০
মোট সম্পদ		৩৩৪,৪৭,৭২,৬০০

**পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট প্রচলন করার বিপরীতে সম্পদ রক্ষণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এডহক (অস্থায়ী) ট্রেজারী বিল ইহার অন্তর্ভুক্ত।

দায় সমূহ	টাকা
পরিশোধিত মূলধন	৩,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল	৩,০০,০০,০০০
গ্রামীন ঋণ তহবিল	৩,৭৫,০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিল	৪,৫০,০০,০০০
রপ্তানি ঋণ তহবিল	৪,৭৫,০০,০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	৩,২৫,০০,০০০
আমানত সমূহ :—	
(ক) সরকার	নাই
(খ) ব্যাংক সমূহ	৯৮,০৩,১৩,৫৭২
(গ) অন্যান্য	৩৫২,৭৩,২৭,২৫৭
এস, ডি, আর এর বরাদ্দ	নাই
দেয় বিল	৭,৭১,৬৮৮
অন্যান্য দায় সমূহ	২১৪,৪৫,৭৭,৪২৩
মোট দায়	**৬৮৭,৫৪,৮৯,৯৪০**

বিভাগ

সম্পদ সমূহ	টাকা
নোট সমূহ	১,২১,৪৬,৬১০
এক টাকার মুদ্রা	৭৫,৫২৭
খুচরা মুদ্রা	৩৭৭
ক্রীত ও বাটাকৃত বিলসমূহ ঃ—	
(ক) আভ্যন্তরীণ	১২,৭৯,০০,০০০
(খ) বৈদেশিক	৩৮,৯৪,০৮,৭৫৯
(গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	৬,৪৪,৩৮,৬০৮
বাংলাদেশের বাহিরে রক্ষিত ব্যাল্যান্স*	২৯৮,৮৭,৫৭,২৭৪
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস,ডি,আর	নাই
সরকারকে প্রদত্ত 'ঋণ ও আগাম'	২০,০০,০০,০০০
সরকারের "ডেটর ব্যালান্স"	৯,২৩,৩৯,৫৩১
আন্যান্য ঋণ ও আগাম	৬৩,০২,৯৫,৫০০
লগ্নি সমূহ	২৯৭,২৯,৪৫,৫৪০
অন্যান্য সম্পদ সমূহ	২০,৬০,৭০,২২২
মোট সম্পদ	**৬৮৭,৫৪,৮৯,৯৪০**

*নগদ ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র সমূহ ইহার অন্তর্ভূক্ত।

লাভ ক্ষতির হিসাব

বৎসরান্ত—৩০শে জুন, ১৯৭৬

আয়

সুদ, বাট্টা, বিনিময়, কমিশন ইত্যাদি	... ...	৩৬,৫১,৩০,২৮৬	টাকা

ব্যয়

প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়	... ...	৩,০৪,২৬,১৯১	টাকা
পরিচালকদের ফি ও খরচ	... ...	নাই	
নিরীক্ষকদের ফি	... ...	১৫,৬০০	"
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুত ইত্যাদি	... ...	৫১,৫৯,২৭৬	"
আইন খরচ	... ...	১,৩৯,৪৭০	"
ডাক ও তার খরচ	... ...	৬,২৭,৫১৯	"
নগদ অর্থ প্রেরণ	... ...	৯,০২,৩৯০	"
ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি	... ...	১৮,৩২,৬৭৩	"
নিরাপত্তা ছাপান চেক, নোট, ফরম ইত্যাদি	... ...	৭,৮৩,২১,২১১	"
সম্পত্তির অবক্ষয় ও মেরামতি	... ...	৬১,০০,৯৩০	"
এজেন্সী খরচ	... ...	৪০,৯১,৮০০	"
কর্মচারী ও অবসর প্রদান তহবিল	... ...	নাই	
বিবিধ খরচ	... ...	১,৪১,৪৭,০৬৬	"
নীট ব্যালেন্স	... ...	২২,৩৩,৬৬,১৬০	"
	মোট	৩৬,৫১,৩০,২৮৬	টাকা

সংরক্ষিত তহবিলে হস্তান্তর	... ...	নাই	
গ্রামীন ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	... ...	১,০০,০০,০০০	টাকা
শিল্প ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	... ...	১,০০,০০,০০০	"
রপ্তানী ঋণ তহবিলে হস্তান্তর	... ...	১,০০,০০,০০০	"
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিলে হস্তান্তর	... ...	১,০০,০০,০০০	"
সরকারকে প্রদেয় উদ্বৃত্ত	... ...	১৮,৩৩,৬৬,১৬০	"
ব্যালেন্স	... ...	নাই	
	মোট	২২,৩৩,৬৬,১৬০	টাকা

সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব

৩০শে জুন, ১৯৭৫ এর ব্যালেন্স	... ...	৩,০০,০০,০০০	টাকা
লাভ ক্ষতির হিসাব হইতে আনিত		নাই	
	মোট	৩,০০,০০,০০০	টাকা

এম. এ. হক	এস. এ. কবীর	এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায়	এম. নুরুল ইসলাম
ডাইরেক্টর অব একাউন্টস	একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর	ডেপুটি গভর্ণর	গভর্ণর

হিসাব নিরীক্ষকদের রিপোর্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে,

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্ন স্বাক্ষরকারী হিসাব নিরীক্ষকগণ ব্যাংকের ১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখের প্রস্তুত ব্যাল্যান্স শীট ও হিসাবের বিবরণী পেশ করিতেছি।

অমরা উপরোক্ত ব্যালেন্স শীট ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়াস্থ শাখা কার্য্যালয় সমূহের উপস্থাপিত হিসাব, সার্টিফিকেট ও ভাউচার এবং সিলেট ও রাজশাহী অফিস সমূহে সহকারী নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক পরিবেশিত ও প্রত্যয়িত রিটার্ণ সমেত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছি। এইগুলি উক্ত ব্যাল্যান্স শীটে অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। এইক্ষণে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যেই স্থানে ও যখনই কোন ব্যাখ্যা ও তথ্য তলব করিয়াছি তখনই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাপ্ত ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। আমাদের মতে, ব্যালেন্স শীট আইন সম্মত ও সত্য। ব্যাংকের কার্য্যাবলীর সত্যিকার অবস্থা জ্ঞাপন করার নিমিত্ত সমগ্র প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ব্যালেন্স শীটে যথারীতি প্রদান করা হইয়াছে। আমরা যে সমস্ত তথ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ব্যাংকের হিসাব বহি সমূহে যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, আমাদের রিপোর্ট তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত।

খান ওয়াহাব শফিক রহমান এণ্ড কোম্পানী
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ঢাকা
৫ই আগষ্ট, ১৯৭৬

হাওলাদার ইউনুস এণ্ড কোম্পানী
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

তপসিলী ব্যাংক সমূহের তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকার হিসাবে)

বিবরণ সমূহ	নিম্নলিখিত তারিখে টাকার পরিমাণ	
	২৭-৬-১৯৭৫	২৫-৬-১৯৭৬
ব্যাংক আমানত (আন্তঃ ব্যাংক হিসাব বাদে)	**৯৯৪.৫৮**	**১০৯৯.৯৯**
তলবী আমানত	৫২১.৪১	৫৬৩.০৯
মেয়াদী আমানত	৪৭৩.১৭	৫৩৬.৯০
বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ধার	১১৫.৫৪	৭৫.৬১
নগদ অর্থ	২২.৪৫	২৫.০১
বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ	৭৭.৩৪	৬৮.২৬
বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাবে আমানত	১০.৭৩	৭.৩৩
বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত নোটিশ ও তলবী অর্থ	২৭.১৬	৫০.০৫
বাংলাদেশে বিনিয়োগ	**২৪১.০১**	**২৫০.২২**
সরকারী ঋণ পত্র	১৫৩.৪৬	১৬৭.০৬
অন্যান্য	৮৭.৫৫	৮৩.১৬
ব্যাংক ঋণ (আন্তঃ ব্যাংক হিসাব বাদে)	**৮৭০.৪১**	**১০৬৫.৪৮**
বাংলাদেশে আগাম ঋণ	৭৮১.৬৬	৯২৩.৫৭
বাংলাদেশে ক্রীত ও বাটাকৃত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিল	৮৮.৭৫	১৪১.৯১
ঋণ/আমানতের অনুপাত	০.৭৪	০.৮৪

তপসিলী ব্যাংক সমূহের তালিকা

(১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে)

(ক) *জাতীয় ব্যাংক*

বাণিজ্যিক ব্যাংক

১। সোনালী ব্যাংক

২। রূপালী ব্যাংক

৩। অগ্রণী ব্যাংক

৪। জনতা ব্যাংক

৫। পূবালী ব্যাংক

৬। উত্তরা ব্যাংক

বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যাংক

১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

(খ) *বিদেশী ব্যাংক*

১। গ্রীণ্ডল্যাজ ব্যাংক

২। চার্টার্ড ব্যাংক

৩। আমেরিকান এক্সপ্রেস

৪। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং করপোরেশন

৫। ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্য্যালয় সমূহ

(১৯৭৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে)

হেড অফিস

ঢাকা

শাখা অফিস সমূহ ঃ

ঢাকা

চট্টগ্রাম

খুলনা

বগুড়া

সিলেট

রাজশাহী